প্রদীপন

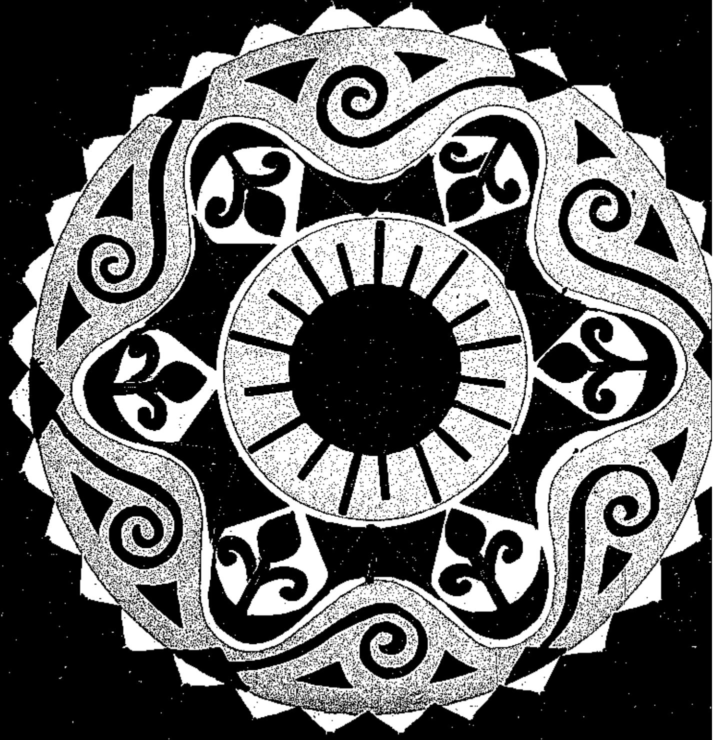

PRODIPON প্রদীপন

Volume XIX , January - March 1996 Number 1

INFORMATIONS

EDITORIAL BOARD

Chief Editor : **Fr. Gervas Rozario**

Associate Editor : **Fr. Tapan C. De Rozario**

Members : **Fr. Francis Gomes Sima**
Fr. Bernard Palma
Fr. James Fannan, p.i.m.e.
Fr. Dominic Rozario
Fr. Bejoy D'Cruze, o.m.i.
Fr. Gilbert Lague, c.s.c.

PRODIPON is a quarterly Review edited by the Faculty of the National Major Seminary of Bangladesh.

The views expressed by the authors are their own and do not necessarily reflect the opinion of the Editorial Board.

SUBSCRIPTION RATE (per annum)

Bangladesh	:	Tk.100.00
India	:	Rs.120.00
Rest of Asia	:	US $15.00
Rest of the World	:	US $ 25.00

All Correspondence should be addressed to:

PRODIPON
Block A-112, Road 27, Banani
Dhaka-1213, Bangladesh.

PUBLISHED BY
The Rector
National Major Seminary
Block A-112, Road 27, Banani
Dhaka-1213, Bangladesh.
REGISTRATION NO. 13/86

PRINTED AT:
Classic Printing & Packaging Ltd.
128/3, East Tejturi Bazar
Dhaka - 1215, Phone - 814861

PRODIPON প্রদীপন

THEOLOGICAL AND PASTORAL REVIEW

CONTENT সূচীপত্র

Page

EDITORIAL iv

বাংলা প্রবন্ধ (Bangla Articles)

ধর্মীয় জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ ১
- ফাঃ জের্ভাস রোজারিও

মন্দতা নিয়ে জীবন যাপন ১৬
- ফাঃ গিলবার্ট লাগু, সি, এস, সি,

English Articles

Priesthood and Priestly Spirituality 23
- Fr. John C. Futrell, S.J.

Is Tribal Identity Without Land Possible? 46
- Fr. R.W.Timm, C.S.C.

Book Review 52

Editorial

With this current issue of PRODIPON a change in the editorial board takes place. Fr. Bejoy D'Cruze, o.m.i., who has been shouldering the burden of chief editor, has completed his term; and the undersigned has been charged with the heavy task of the new chief editor. We express our sincere thanks to Fr. Bejoy for having given his generous services for PRODIPON in the last few years. In view of better functioning a few more members have been taken in the board. We hope to get full cooperation from all concerned, especially from those who can help us by writing articles for PRODIPON.

This issue contains several articles both in Bangla and English. The first article entitled "Issues in Priestly and Religious Formation" is in Bangla by Fr. Gervas Rozario. This article was originally given as a hand-out to the participants in a seminar of the formators last year. In this article the author discusses different important aspects of formation toward Priestly and Religious life. Here he explains in detail these aspects, which he classifies in three areas, viz. selection of candidates, formation and the structure of the diocese or congregation. While selecting candidates their fitness capacity, attitude and openness to different relevant realities must be taken into consideration. Once they are admitted to the formation house they should have an integrated formation programme guided by a vision and supported by a congenial environment. Then he goes on to recommend a structure of on-going and methodical formation programme in the diocese or congregation which is the receiving end.

The second article "How can One Live with Evils in Life" is also in Bangla by Fr. Gilbert Lague, c.s.c., the spiritual director of the National Major Seminary. In this article Fr. Gilbert tries to explain the negative influence of sins and limitations in human

life, and the ways and means to overcome the danger of losing the true life.

The third article "Priesthood and Priestly Spirituality" has been composed of two hand-outs which Fr. John C. Futrell, s.j. gave to the participants of a seminar of the formators last year. In this English article Fr. Futrell tries to define who priest is and what his task should be. The specific task of a priest is to mold and rule the priestly people but his office is never in conflict with the mission of laypeople. However, it is an indispensable obligation of a priest to develop a unique kind of spirituality of which the foundation is Jesus Christ Himself.

The fourth article "Is Tribal Identity Without Land Possible?" is written by Fr. R.W. Timm, c.s.c. This article was originally prepared as a lecture given to the young people of the Mandi Community. However, this can be relevant for any other tribal community as well. Here the author tries to analyze the real situation of the tribal people in Bangladesh, and proposes for them to have permanent land properties, and settlements in order to strengthen their cultural identity.

In this issue we have three book reviews also. The first one is on "The Catechism of the Catholic Church"; the second one is on "Christo Mondolite Nari" a Bengali translation ; and the third one is on "Daridro Bimochon" a booklet with a number of short and reflective articles in Bangla.

We take this occasion to wish every one a holy and happy Easter Season.

Fr. Gervas Rozario

On the 12th of April we celebrate **the Silver Jubilee of Priesthood of Rev. Fr. Bernard Palma,** and **the Golden Jubilee of Religious Life of Sr. Rose Bernard,c.s.c.,** in the National major Seminary, Banani, Dhaka.

On this joyous occasion we express our congratulatious, gratitude and best wishes to both these Professors of our Seminary. May they be able to serve the church for many more years to come.

Rector, Staff and Students of the National Major Seminary.

ধর্মীয় জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ

- ফাঃ জের্ভাস রোজারিও

ভূমিকাঃ

বর্তমান মন্ডলী ও সমাজের নতুন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যাজকীয় ও ধর্মীয় জীবনের বিষয় নতুন করে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অতীতে ধর্মীয় জীবনের বিষয় মানুষের ধারণা ও মনোভাব ছিল সেই সময়ের প্রয়োজন ও দাবীর নিরিখে। যারা ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করতো তারা শর্তহীনভাবে সেই প্রয়োজন ও দাবী অনুসারে জীবন উৎসর্গ করতো। সেই সময় ব্যক্তির প্রয়োজনের চেয়ে সম্প্রদায়গত প্রয়োজনকেই বড় করে দেখা হতো। সর্বোপরি ঈশ্বরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে গিয়ে জাগতিক কোন বিষয়ের সঙ্গেই আর নিজেদের সংশ্রব রাখার অবকাশ তাদের ছিলনা। তাই সেই সময়কার ধর্মীয় জীবনে গঠন ছিল মোটামুটি ছকে বাঁধা ও বাঁধা ধরা একটি পদ্ধতি। গঠন গৃহ, প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায়গত যে নিয়ম শৃংখলা ছিল তার উপরই জোর দেওয়া হত বেশী। প্রার্থী/প্রার্থিনীরা তাদের দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করলো কিনা, যথাযথভাবে প্রার্থনা করলো কিনা, নিয়ম-শৃংখলা ঠিকমত পালন করলো কিনা, নম্র-বাধ্য-বিশ্বস্ত, ইত্যাদি থাকলো কিনা, এইসব কিছুর উপর নির্ভর করেই প্রার্থী/প্রার্থিনীদের মূল্যায়ন করা হতো।

এখনো ধর্মীয় জীবন ও যাজকীয় গঠনের ক্ষেত্রে এইসবের প্রয়োজন যে নেই সেই কথা বলা যায় না। তবে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই বর্তমান পৃথিবী ও সমাজের পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক বেশী জটিল ও সমস্যাবহুল। বর্তমান পৃথিবীর নানা জটিল সমস্যা সমূহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে মন্ডলীর জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে। তাই আজকের মন্ডলী ও সমাজের সুক্ষ্ম প্রয়োজন ও বিষয়গুলো পর্যালোচনা ও বিবেচনা করলে সহজেই বুঝা যাবে যে ধর্মীয় জীবন গঠনের বিষয় নতুন করে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন কত বেশী।

বর্তমানে ধর্মীয় জীবন গঠনের পথে নানা সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ দেখা দিচ্ছে। এই সমস্যাগুলোর মূলে রয়েছে প্রার্থী/প্রার্থিনীদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমূহ এবং পরিবারে ও সমাজে তাদের "ভগ্ন দশা"। পুণ্যপিতা

পোপ ২য় জনপল "তোমাদের পালক" (Pastores Dabo Vobis, 1992) নামক তাঁর প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্রে যাজকীয় গঠণের বিষয় যে কথা বলেছেন, সে কথা সকল ধর্মীয় ব্রতপ্রার্থী/প্রার্থিনীদের বেলায়ও খাঁটে। আজকের যুবক যুবতীদের যেসব সমস্যায় পড়তে হয় তার মূলে রয়েছে পরিবারে ও সমাজে যে পরিস্থিতির মধ্যে তারা বেড়ে উঠে সেই পরিস্থিতির প্রভাব। তারা যুক্তিবাদ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, বাস্তব ও স্থায়ী নিরীশ্বরবাদ, ভগ্ন পরিবার এবং বিকৃত যৌন আচরণের নমূনা সমূহ দ্বারা ক্রমাগত সংক্রমিত হচ্ছে (৭)। এই অবস্থায় যখন একজন প্রার্থী/প্রার্থিনী ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করতে আসে তার মন থাকে তার শৈশব ও কৈশোরে পরিবার ও সমাজ থেকে প্রাপ্ত মানসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন।

উপরোক্ত প্রেরণাপত্রের ৮ নং অনুচ্ছেদে পোপ মহোদয় সমস্যার আরো গভীরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন যে বর্তমান কালে ধর্মীয় জীবন আহ্বানে যুবক যুবতীদের জন্য বড় বাঁধা হলো ভোগবাদী সমাজের বিকৃত ও উন্নাসিক মনোভাব। পরিবাবে থাকা কালেই তারা এই ভোগবাদী মানসিকতার শিকার হয়ে পরে। তারা যদি ধর্মীয় জীবনে প্রবেশের জন্য এগিয়ে আসেও তাদের পক্ষে এই মানসিকতাকে খুব সহজেই জয় করা সম্ভব হয়ে উঠেনা। তাদের মনোভাব তখনও থাকে সহজলভ্য আনন্দের সন্ধানে ব্যস্ত। তখন তাদের কি আছে বা তাদের কি পাওয়া উচিত তা-ই তাদের কাছে মুখ্য বিষয় হয়ে দাড়ায়। তারা যে কি হতে পারলো বা তাদের যে কি হওয়া উচিত সে-ই বিষয় তারা আর নজর দিতে চায়না। আর যৌন ব্যাপারে বর্তমান কালের যুবক যুবতীরা ভোগবাদী মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে বেশী। তাদের কাছে মানব ব্যক্তি যেন শুধু একটি যৌন বিষয়-ও ভোগের বস্তু। মানব ব্যক্তির প্রকৃত মর্যাদা যে তার মধ্যে নিহিত ঈশ্বরের প্রতিরূপ সেই বিষয় তারা বিশেষ সচেতন নয়। তাছাড়া ধর্মীয় জীবন গঠনে আরো একটি সমস্যা হল স্বাধীনতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। 'স্বাধীনতা' মানে হল 'নিজের অধীনে থাকা'। কিন্তু বর্তমানে আমাদের যুবক যুবতীরা স্বাধীনতাকে বুঝে থাকে 'যা ইচ্ছা তা করার অধিকার' হিসাবে।

এইসব বিষয়গুলো আমাদের সেমিনারী অথবা ধর্মীয় জীবন গঠনের পথে আজ প্রধান অন্তরায় হিসাবে দেখা দিচ্ছে। তাই এখন আমাদের নতুন

করে চিন্তা ভাবনা করা উচিত এবং গঠনের নতুন কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা উচিত যেন যুগের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারি। তাছাড়া বর্তমান কালের উপযুক্ত করে মানবীয় গঠন দিতে না পারলে আমাদের যুবক যুবতীদের যারা যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবন গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে তারা স্বাভাবিক যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবনের মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন করতে পারবেনা, এবং তাদের জীবন উৎসর্গ করার পরিতৃপ্তি ও আনন্দ পাবেনা। ফলে তাদের নিরানন্দ জীবনের সেবাকাজ হয়ে পরবে একঘেয়ে ও অসহ্য। এই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে চাই।

যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবন গঠনে তিনটি প্রধান ইস্যু বা বিষয় রয়েছে। এই বিষয়গুলো সুষ্ঠু গঠনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং এগুলোর ব্যাপারেই যারা গঠন কাজের সঙ্গে যুক্ত তারা সমস্যায় পড়ে থাকেন। এখানে একটা কথা মনে রাখা উচিত যে আমরা কেউই সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন গঠনদাতা বা গঠনদাত্রী নই বা তা হতেও পারবনা কোনদিন। সেটা কিন্তু আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের আসল কাজ হল গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করণীয় বিষয়গুলোতে আন্তরিক হওয়া। এখানে আমরা এরূপ তিনটি ইস্যু বা বিষয় নিয়ে আলোচনা কর।

১। প্রার্থী/প্রার্থিনী বাছাই
২। গঠনদান
৩। ধর্মপ্রদেশ বা সম্প্রদায়ের কাঠামো ও চলমান গঠন

১। প্রার্থী/প্রার্থিনী বাছাইঃ

যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবন গ্রহণ করতে যে সকল যুবক যুবতী এগিয়ে আসে তাদের কিছু না কিছু সদিচ্ছা থাকে। কিন্তু যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবন গ্রহণ করার জন্য শুধু সদিচ্ছা থাকা যথেষ্ঠ নয়। তাই প্রথমেই যে কাজটি করতে হয় তা হল বাছাই করা। অর্থাৎ যে সকল যুবক যুবতী যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করতে এগিয়ে আসে তাদের মধ্যে কে কে প্রার্থী/প্রার্থিনী হতে পারবে তাদের বাছাই করা। গঠনদাতা/গঠনদাত্রীগণ এই ব্যাপারে প্রার্থী/প্রার্থিনীদের সাহায্য করেন যেন তারা তাদের জীবনে ঈশ্বরের

আহ্বান আছে কি না তা বুঝতে পারে। এই কাজটি সহজ নয় কিংবা এককালীনও নয়। এটি একটি চলমান কাজ; অর্থাৎ প্রাথমিক বাছাই পর্ব সম্পন্ন হলেও যারা প্রার্থী/প্রার্থিনী হিসাবে থাকবে তাদের জন্য এই কাজটি চলতেই থাকবে। কাউকে প্রার্থী/প্রার্থিনী হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তার শারিরীক, মানসিক ও আধ্যত্মিক বিষয় এবং তার পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়গুলো দেখা হয়। দেখা হয় তার নৈতিক অবস্থানের বিষয়টিও। এইজন্য গঠনদাতা/গঠনদাত্রীদের স্মরণাপন্ন হতে হয় সংশ্লিষ্ট পালপুরোহিত, শিক্ষক/শিক্ষিকা, অভিভাবক ও অন্যান্যদের। এই বাছাই কাজ করতে গিয়ে শুধু আবেগ ও অনুভূতির দ্বারা চালিত হওয়া উচিত নয়। মনে রাখা উচিত যে এই কাজটি আমরা করছি ঈশ্বরের আহ্বান স্পষ্টভাবে বুঝতে, কোন ব্যক্তিকে খুশী করতে নয়। তাই দরকার হলে ভাবী প্রার্থী/প্রার্থিনীকে চ্যালেঞ্জ করাও উচিত। যে সব ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়ে যায়, সে সব ক্ষেত্রে সময় নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বাছাই করতে গিয়ে যেসব বিষয় লক্ষ্য করা উচিত নিম্নে তা আলোচনা করা হল।

(ক) প্রার্থী/প্রার্থিনীর উপযুক্ততা (Fitness)

বাছাই করতে গিয়ে প্রথমেই দেখা উচিত প্রার্থী/প্রার্থিনীর মানবীয় দিকের উপযুক্ততা। এখানে বিবেচনায় আনতে হয় তার ব্যক্তিত্ব, তার শারিরীক, মানসিক, নৈতিক ও আবেগিক গঠন এবং তার সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান। ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করতে আগ্রহীদের বুদ্ধি ও বিদ্যার উপরও নজর দেওয়া আবশ্যক । প্রার্থী/প্রার্থিনীদের আবেগিক স্থিরতা থাকা একান্ত আবশ্যক। তাদের বুদ্ধির ও আবেগের জীবনের মধ্যে পার্থক্য র্নিণয় করতে না পারলে গঠন কাজ সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এটাও দেখা উচিত যেন ভাবী প্রার্থী/প্রার্থিনীর যথোপযুক্ত যৌনজ্ঞান থাকে। যাদের অতিরিক্ত যৌন অভিজ্ঞতা আছে অথবা যাদের সেই বিষয় কোনই জ্ঞান নেই তাদের উভয়ের বেলায়ই সাবধানী হতে হবে। তবে একথাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমরা কোন সময়ই ত্রুটিহীন প্রার্থী/প্রার্থিনী পাব না। আমাদের দুর্বল প্রার্থী/প্রার্থিনীদেরও গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু দেখতে হবে যেন তারা সেই দুর্বলতাকে জয় করার আগ্রহ ও শক্তি রাখে।

(খ) মনোভাব ও যোগ্যতা (Attitude and capacity)

প্রার্থী/প্রার্থিনীদের মনোভাব ও গঠন লাভে তাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখা বাছাই কাজের অন্যতম প্রধান দিক। এক্ষেত্রে তাদের মনঃস্তাত্ত্বিক ও আবেগিক বিষয়গুলো যেমন দেখা হয়, তেমনি দেখা হয় তাদের মনোভাব ও উদ্দেশ্য। তারা কেন এই যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করতে চায় তা পরিষ্কারভাবে জানা দরকার। তারা যদি কোন বিশেষ কাজের প্রতি, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এই জীবনে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে তা কখনোই ঠিক মনোভাব বলে মনে করা উচিত নয়। তাদের শিক্ষা দিতে হবে যেন তারা বুঝতে পারে যে এটা হচ্ছে ঈশ্বরের ডাক এবং এটা শুধুই কোন শখের কাজ করার ইচ্ছা নয়। আবার যে কোন কারণে যদি তাদের মধ্যে কারো যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবনের প্রতি প্রবল ভাবাবেশ (obsession) থাকে, তাহলে সে যে কোনভাবেই হয়তো এই জীবনে প্রবেশের জন্য উন্মাত্তের ন্যায় চেষ্টা চালাবে। বাছাই করার সময় খুব সাবধানে এই বিষয়টি লক্ষ্য করা উচিত এবং এরূপ ব্যক্তিদের বাদ দেওয়া উচিত। কারণ তারা আত্মনিয়োগ (commitment) করার মত মনোভাব গড়ে তুলতে পারেনি। এই জীবনে প্রবেশ করে জীবনভর আত্মনিয়োগের ক্ষমতা ও মনোভাব তার আছে কিনা তা যাচাই করে দেখা একান্ত আবশ্যক। প্রার্থী/প্রার্থিনী বাছাই করার সময় আরো একটি বিষয় নজর দেওয়া আবশ্যক। সে বিষয়টি হলো "স্বাধীনতা" সম্পর্কে তাদের ধারণা ও মনোভাব। স্বাধীনতা (freedom) অর্থ যদি তারা মনে করে নিজের সুবিধা ও ইচ্ছা পূরণ করা, তাহলে এ বিষয় তাদের সংশোধন করে দেওয়া উচিত। অন্যথায় তারা "আত্মনিয়োগ" ও "স্বাধীনতার" সমন্বয় সাধন করতে ব্যর্থ হবে।

(গ) প্রার্থী/প্রার্থিনীর উম্মুক্ততা (Openness)

গঠন কাজ হলো একটি চলমান প্রক্রিয়া। এটি কোন এক তরফা বা এককালীন কাজ নয়। গঠন গ্রহণকারী প্রার্থী/প্রার্থিনী যদি এই প্রক্রিয়ার প্রতি বিশ্বস্তবাবে সাড়া না দেয় অথবা যদি তার সেরূপ উম্মুক্ততা (openness) না থাকে তাহলে এই প্রক্রিয়ার ফলে তার মধ্যে কোন বৃদ্ধিলাভ ঘটবেনা এবং তাতে যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবনের জন্য সে উপযুক্ততা পাবেনা। প্রার্থী/প্রার্থিনীকে অবশ্যই শিক্ষা ও সংশোধন গ্রহণ করার মনোভাব ও ইচ্ছা দেখাতে হবে। কেউই ত্রুটিহীন প্রার্থী/প্রার্থিনী নয়, কিন্তু তাই বলে যে ত্রুটি

বিচ্যুতিকে জয় করতে চেষ্টা করেনা সে যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবনের জন্য উপযুক্ত নয়। যাজকীয় ও ধর্মীয় জীবনে গঠন কাজ করেন প্রকৃত গঠনদাতা পবিত্র আত্মা স্বয়ং। বাছাই করার সময় প্রার্থী/প্রার্থিনীর পবিত্র আত্মার প্রতি উন্মুক্ততা আছে কিনা তা ভাল করে যাচাই করা উচিত।

২। সেমিনারী বা ধর্মীয় জীবনে গঠনঃ

প্রার্থী/প্রার্থিনীরা বাছাই হয়ে যাবার পর সেমিনারীতে বা গঠন গৃহে তাদের গঠন কাজ চলতে থাকে। বাছাই কাজ করার সময় তাদের বিষয় যে সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে সেইসব তথ্য তাদের গঠনের জন্য অনেক সহায়ক হতে পারে। তাছাড়া এই সবের আলোকে প্রত্যেক প্রার্থী/প্রার্থিনীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলো নির্ণয় করা সহজ হয় এবং সেই প্রয়োজন অনুসারে গঠনদান করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রেও কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়।

(ক) গঠন দর্শন (vision)

গঠন কাজ করতে গিয়ে প্রথমেই যে বিষয়টি বিবেচনায় আনা উচিত তা হল আমাদের ভাবী পুরোহিত ও ধর্মব্রতী/ধর্মব্রতিনীদের স্বরূপ কি হওয়া উচিত তা নির্ণয় করা। অর্থাৎ বাংলাদেশের মন্ডলীতে কি ধরণের যাজক ও ধর্মব্রতী/ধর্মব্রতিনী প্রয়োজন তা স্থির করা আবশ্যক। আমরা যদি তা করতে পারি তাহলে সেই অনুসারে আমাদের একটি গঠন দর্শনও তৈরী করা আবশ্যক। সেই গঠন দর্শন অনুসারে গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। এখানেই আমাদের স্থানীয় মন্ডলীর বাস্তবতা ও পুরোহিত বা ধর্মব্রতী/ধর্মব্রতিনীদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা কি সেই বিষয় নজর দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেইজন্য স্থানীয় মন্ডলী ও সম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও প্রয়োজন সম্পর্কে যথাযথ ও সম্যক ধারণা না থাকলে গঠন কাজ সুষ্ঠভাবে করা সম্ভব নয়। আমরা কি ধরণের পুরোহিত বা ধর্মব্রতী/ধর্মব্রতিনী তৈরী করতে চাই তা নির্ভর করে আমরা আমাদের গঠন দর্শন কিভাবে বাস্তবায়ন করছি। আর আমরা যখন বলছি আমরা কেমন ধরণের পুরোহিত বা ধর্মব্রতী/ধর্মব্রতিনী চাই, তখন আমরা আসলে আমাদের নিজেদের জন্যই একটি আদর্শ লক্ষ্য (ideal goal) স্থির করছি। তবে তা সত্ত্বেও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে;

আর সব সময়েই তা থাকবে। তাছাড়া সর্বোত্তম পালকীয় সেবার জন্য বুদ্ধি ও দক্ষতার উপর জোর দেওয়ার যে প্রবণতা আমাদের আছে তারও একটি ভারসাম্য থাকা উচিত। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্মপ্রদেশ ও সম্প্রদায়ে কর্মীর স্বল্পতা বিবেচনা করে খুব সহজভাবে প্রার্থী/প্রার্থিনীদের গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই প্রবণতা মন্ডলী ও সম্প্রদায়ের জন্য কোন ভাল লক্ষন নয়।

(খ) গঠনদাতা/গঠনদাত্রীদের ভূমিকা (Role of formator)

যারা গঠন দানের সঙ্গে জড়িত তাদের নানা ভূমিকা রয়েছে। প্রথমতঃ সুন্দর ও যথোপযুক্ত গঠনের জন্য দরকার সুযোগ্য ও দক্ষ গঠনদাতা/ গঠনদাত্রী। এই কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে দায়সারা গোছের কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া কখনোই উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির বুদ্ধি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা যথেষ্ঠ নয়। তাকে অবশ্যই স্থানীয় মন্ডলীর প্রয়োজন ও গঠন দর্শনের বিষয় সচেতন ও সচেষ্ট হতে হবে। গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করতে তাকে আগ্রহী হতে হবে। এই কাজ করতে গিয়ে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা খেয়াল খুশীর বাস্তবায়ন না করে বরং তাকে প্রকৃত প্রয়োজন খুঁজে নিয়ে অন্যদের সঙ্গে দলগতভাবে (team) গঠন কাজের চাহিদা পূরণ করতে সচেষ্ট হতে হবে। তাই গঠন কাজে এমন ব্যক্তিদেরই নিয়োগ করা উচিত যারা নিজেদের উপরে নিয়ন্ত্রন রাখে এবং গঠন কাজকে সব কিছুর উপরে স্থান দেয়। আবেগ তাড়িত কোন ব্যক্তির পক্ষে একাজ করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত উপযুক্ত গঠনদাতা/গঠনদাত্রীর অভাব রয়েছে। প্রয়োজনবোধে অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্যাগস্বীকার করে হলেও ধর্মীয় জীবন গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করা আবশ্যক।

গঠনদাতা বা গঠনদাত্রীদের পরিচালনা, নেতৃত্ব ও স্বতঃস্ফুর্ততা স্থানীয় মন্ডলী ও সম্প্রদায়কে ধর্মীয় জীবন গঠন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারে এবং সকলকে এই গঠনদানের কাজে অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহী করে তুলতে পারে। প্রত্যেক গঠনদাতা/গঠনদাত্রীর প্রধান সম্পদ তার বিশ্বাসযোগ্যতা (credibility)। অর্থাৎ সে যা শিক্ষা দিচ্ছে তা তার নিজ জীবনে প্রয়োগ করে সে হয়ে উঠে একজন সত্যিকারের সাক্ষ্য (witness)। আমরা জানি যে কোন ব্যক্তিই ত্রুটিহীন গঠনদাতা/গঠনদাত্রী হতে পারবে না। প্রত্যেকেরই

কিছু না কিছু দুর্বলতা থাকবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা দেখা উচিত যিনি গঠনদানের কাজ করছেন তিনি সেইসব দুর্বলতাকে জয় করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কিনা। গঠনদান করতে গিয়ে অব্যহতভাবে নিজেও গঠন লাভ করতে হয়। এই অব্যহত গঠনের প্রতি উন্মুক্ত না হলে কেউ ভাল গঠনদাতা/গঠনদাত্রী হতে পারবে না।

গঠনদানের কাজে গঠনদাতা/গঠনদাত্রী হলেন প্রার্থী/ প্রার্থিনীদের সহযাত্রী সঙ্গী/সঙ্গিনী। তিনি যদি গঠনদানের কাজে উন্মুক্ত ও বিচক্ষন না হন তাহলে তিনি নিজেই গঠনের সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন। তাই গঠনদাতা/গঠনদাত্রী হিসেবে তাঁকে তাঁর যথাযথ ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ তিনি হলেন গঠন গৃহের অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষা বা কর্তা/কর্ত্রী। তাঁর ভূমিকা হল প্রার্থী/প্রার্থিনীদের বাবা/মায়ের মত। তিনি তাঁর সন্তানদের ভালবাসেন অকৃত্রিম ভালবাসায়। কিন্তু এই ভালবাসা চ্যালেঞ্জ বিহীন নয়। তিনি প্রার্থী/প্রার্থিনীদের ভালবাসেন এবং চ্যালেঞ্জ করেন তাদের প্রকৃত গঠন ও বৃদ্ধিলাভের জন্য। বাবা-মায়ের মত তিনি প্রার্থী/প্রার্থিনীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন যেন তিনি তাদের জীবনের প্রকৃত প্রয়োজন সমূহ জানতে পারেন এবং সেই অনুসারে তাতে সাড়া দিতে পারেন।

গঠনদাতা/গঠনদাত্রীর দ্বিতীয় কাজটি হল প্রার্থী/প্রার্থিনীদের অনুপ্রেরণা দান ও উদ্বুদ্ধকরণ। এই ভূমিকায় তিনি হবেন প্রার্থী/প্রার্থিনীদের জন্য সৃজনশীলতা ও উৎসাহ-উদ্দীপণার উৎস। তাঁর পরামর্শে ও উৎসাহের মাধ্যমে প্রার্থী/প্রার্থিনীরা নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে। ধর্মপ্রদেশে ও সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত ও কর্মপদ্ধতির কারণে সবসময়ই কিছু মতপার্থক্য ও সংঘাত থেকে যেতে পারে, সেই মতপার্থক্য ও সংঘাত নিরসনে গঠনদাতা/গঠনদাত্রীগণ ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে পারেন।

গঠনদাতা/গঠনদাত্রীদের তৃতীয় কাজ হল সেবা দান। গঠনদানের কাজে যারা জড়িত তারা স্থানীয় মন্ডলী বা সমাজের কাছে যেন হয়ে উঠেন একজন সেবক/সেবিকারই মত। ধর্মপ্রদেশ বা সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার জন্য তাঁর সকল সেবাকাজ ও ত্যাগস্বীকার উৎসর্গ করেন। তাই তাঁর তৃতীয় কাজ হল নিজ জীবনে ভালবাসা ও সেবার সাক্ষ্য দান করা।

তাঁদের চতুর্থ কাজটি হল প্রকৃত আহ্বান বুঝতে প্রার্থী/প্রার্থিনীকে সাহায্য করা এবং উপযুক্ত প্রার্থী/প্রার্থিনী বাছাই করা। এই কাজটি খুবই কঠিন এবং কখনোই একা করা সম্ভব নয়। তাই তাঁকে এই ব্যাপারে অন্যদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয় এবং প্রার্থী/প্রার্থিনীকে সকল প্রকার সহায়তা দিতে হয় যেন সে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা করতে হয় ও জীবন সাক্ষ্য দিতে হয়। এছাড়াও তাঁকে যুগ লক্ষন নির্ণয় করে সেই অনুসারে নির্দেশনা দেওয়ার দক্ষতাও রাখতে হয়।

উপরোক্তকাজগুলো একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই গঠন দানের কাজ করার জন্য একটি দল (team) থাকা আবশ্যক। সেই দলের সদস্য/সদস্যাদের উপর ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব থাকবে কিন্তু প্রধাণ গঠনদাতা/গঠনদাত্রী সকলের কাজেরই একটি সুন্দর সমন্বয় ঘটাতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। এই দলের সদস্যদের মতামত বিভিন্ন হওয়া অস্বাভাবিক নয়, তবু তাদের অভিন্ন একটি গঠন দর্শনের প্রতি বিশ্বস্থ থাকা আবশ্যক।

(গ) পরিবেশ (Environment)

ধর্মীয় জীবনে সঠিক গঠনের জন্য সেমিনারী বা গঠন গৃহে থাকা দরকার যথোপযুক্ত পরিবেশ। এই পরিবেশ যেন যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবনে প্রবেশকারী/প্রবেশকারিনীদের বৃদ্ধিলাভ করতে (growth) ও উন্মুক্ত হতে (openness) সাহায্য করে। এখানে প্রার্থী/প্রার্থিনীদের সাহায্য করা হয় যেন তারা তাদের স্বাধীনতা (freedom) ও সঠিক বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করে (discernment) তাদের সঠিক আহ্বান খুঁজে পেতে পারে। যদি গঠন গৃহে তারা সঠিক পরিবেশ না পায় তাহলে তারা কোন ভাল ও পরিপক্ক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে না। তাই সেমিনারী সমূহে ও অন্যান্য গঠন গৃহে আহ্বানের বীজ অঙ্কুরিত হবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার যেন সেমিনারীয়ানরা ও ধর্মীয় জীবনের প্রার্থী/প্রার্থিনীরা তাদের আনুসঙ্গিক সকল বিষয়ে বৃদ্ধিলাভ করতে পারে। এই বৃদ্ধিলাভে সহায়তা করার জন্য তাদের দান করা উচিত একটি উন্মুক্ততার পরিবেশ। এই উন্মুক্ততা হবে দ্বিমুখী। অর্থাৎ গঠনদাতা/গঠনদাত্রীদের যেমন প্রার্থী/প্রার্থিনীদের প্রতি উন্মুক্ত থাকা উচিত, তেমনি প্রার্থী/প্রার্থিনীদেরও গঠনদাতা/গঠনদাত্রীদের প্রতি উন্মুক্ত থাকা আবশ্যক।

উন্মুক্ততার অনেক স্তর রয়েছে, তবে উন্মুক্ততার মধ্যে যা একান্তই থাকা আবশ্যক তা হল পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ (respect)। এই শ্রদ্ধাবোধ পরস্পরকে একে অপরের উপর আস্থা রাখতে সাহায্য করবে। উন্মুক্ততার প্রধান বাধা হল ভয় (fear)। অর্থাৎ উন্মুক্ত হওয়ার ফলে যা প্রকাশ পেল তার কারণে যদি কোন অশুভ পরিনতির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে প্রার্থী/প্রার্থিনী উন্মুক্ত হতে ভয় পাবে। আবার গঠনদাতা/গঠনদাত্রী এমন ভয়ও করতে পারেন যে উন্মুক্ত হওয়ার ফলে যে সমস্যার কথা বলা হবে তার সঠিক সমাধান তিনি হয়তো দিতে পারবেন না। এই ভয় কাটানোর জন্য উভয়েরই নজর দেওয়া উচিত মন্ডলীর প্রতি তাদের যে ভালবাসা আছে সেই ভালবাসা এবং তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যানের দিকে। তাদের মনে রাখা উচিত যে তাদের ব্যক্তিগত সাধ পূরণের জন্য নয় বরং ঈশ্বরের পরিকল্পনা পূরণ করতেই তারা আহুত। এইভাবে তারা মন্ডলীর কল্যানও নিশ্চিত করতে পারেন।

সেমিনারী বা ধর্মীয় জীবন গঠনে প্রায়ই যে বিষয়গুলোর মোকাবেলা করতে হয় সেগুলো হলঃ

(১) কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অতিরিক্ত ভাব জমানো ও খাতির করা (hang-ups)
(২) বৈষম্যমূলক আচরণ ও ব্যক্তিবিশেষের উপর পক্ষপাতমূলক ভিন্ন মনোভাব (biases and prejudices)
(৩) যাজকীয়/ধর্মীয় জীবনের প্রতি উন্মাদসূলভ ভাবাবেশ (obsession)
(৪) সেমিনারীয়ান বা প্রার্থী/প্রার্থিনীদের মধ্যে ত্রুটি সম্পর্কে পারস্পরিক "নীরবতার নীতি" (code of silence)
(৫) মঙ্গলসমাচারের আদর্শে জীবন সাক্ষ্যের অভাব (witnessing in Gospel ideals)
(৬) গঠনের বিভিন্ন দিকের সমন্বয় ঘটানোর অভাব (balancing of different aspects of formation)

এই ৬টি বিষয় প্রায় সকল গঠন গৃহেই কম বেশী দেখা যায়। তা সত্ত্বেও সেমিনারী বা গঠন গৃহের পরিবেশ এমন হওয়া উচিত যেন

সেমিনারীয়ান বা প্রার্থী/প্রার্থিনীরা শুধু খাপ খাওয়ানো বা মানিয়ে চলার (conformity) মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। সেমিনারীয়ান বা প্রার্থী/প্রার্থিনীরা যদি উন্মত্তের মত যে কোন মূল্যেই যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করতে চায় তাহলে তারা এই মানিয়ে চলার নীতি অবলম্বন করে। তারা যা চায় তা অর্জন করতে দরকার হলে তারা ছলনা ও চাতুরীরও আশ্রয় নেয়। এই জন্য প্রার্থী/প্রার্থিনীদের পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবন পর্যালোচনা করে দেখা উচিত। কারণ এ সমস্যাটি শুধু ব্যক্তিগত না হয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকও হতে পারে। যদি তা-ই হয় তাহলে তা স্থানীয় মন্ডলী ও সমাজের একটি চিত্রও প্রকাশ করে। আর তাই সেমিনারীয়ান ও প্রার্থী/প্রার্থিনীদের গঠনে সেই বিষয়ও নজর রাখার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এইভাবে তাদের গঠন প্রক্রিয়ার সমন্বয় ও তাদের ব্যক্তিগত জীবনের নিরাময়তার উপর জোর দেওয়া সম্ভব হয়। এই দলীয় সমন্বয় ও ব্যক্তিগত নিরাময়তা যে কোন স্থানীয় মন্ডলী ও সম্প্রদায়ের জন্যই একান্ত কাম্য বিষয়।

৩। ধর্মপ্রদেশ বা সম্প্রদায়ের কাঠামোঃ

সেমিনারীতে বা গঠন গৃহ সমূহে যে গঠন দান করা হয় তা যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবনের সর্বশেষ বা চূড়ান্ত গঠন নয়। যাজকীয় গঠন বা ধর্মীয় জীবনের প্রশিক্ষণ এর পরও অব্যহতভাবে চলতে থাকে। তবে সেমিনারী বা গঠন গৃহের যে গঠন তা ধর্মপ্রদেশ বা ধর্মীয় সম্প্রদায় সমূহের প্রয়োজনের তাগিদেই দেওয়া হয়। এখানে যে গঠন দেওয়া হয় তার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় সংশ্লিষ্ট ধর্মপ্রদেশ বা সম্প্রদায়ের জীবনে। আবার অন্যদিকে স্থানীয় মন্ডলী বা সম্প্রদায়ের জীবনধারা, আচার আচরণ, রীতিনীতি ও সংস্কৃতি নতুন পুরোহিত বা ধর্মব্রতী/ধর্মব্রতিনীদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। তেমনিভাবে নানা অপসংস্কৃতির প্রভাবও তাদের উপর পড়ে। তাই স্থানীয় মন্ডলী বা ধর্মসম্প্রদায় সমূহের কর্তৃপক্ষের উচিত এমন একটি সুষম কাঠামো তৈরী করা যাতে সকল নতুন পুরোহিতগণ ও ব্রতধারী/ব্রতধারিনীগণ অব্যহত গঠন ও বৃদ্ধিলাভের প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারেন।

(ক) চলমান গঠন (on-going formation)

পুরোহিত ও ব্রতধারী/ব্রতধারিনীদের জন্য চলমান গঠন একান্ত আবশ্যক।

ধর্মীয় জীবন সংক্রান্ত পোপীয় দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত "ধর্মীয় জীবনে নবায়ন" (Renovationis causam-1969) নামক দলিলে এবং পোপ ৬ষ্ঠ পল কর্তৃক প্রকাশিত "ধর্মীয় জীবনে যুগোপযোগী নবায়ন বিষয়ক নির্দেশনামা" (Perfectae caritatis-1965) এবং "ধর্মীয় জীবনে নবায়ন বিষয়ক প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র" (Evangelica testificatio-1971) নামক দলিল দুটিতে ব্রতধারী/ব্রতধারিনীদের নবায়ন ও অব্যহত গঠনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ছে। পুরোহিত ও ব্রতধারী/ব্রতধারিনীদের সেবাদায়িত্বের পাশাপাশি যে চলমান গঠনের প্রতি মনোযোগী হতে বলা হয়েছে তা বস্তুত ২য় ভাটিকান মহাসভারই শিক্ষা। এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে "পুরোহিতদের প্রশিক্ষণ" (Optatam totius- 1965) এবং "পুরোহিতদের সেবাকাজ ও জীবন বিষয়ক নির্দেশনামা" (Presbyterorum ordinis-1965) নামক দলিল দুটিতে। পোপ ২য় জনপল "তোমাদের পালক" (Pastores dabo vobis-1992) নামক প্রৈরিতিক প্রেরণা পত্রে পুরোহিতদের নবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে যে কথা বলেছেন তা সকল ধর্মব্রতী/ধর্মব্রতিনীর বেলায়ই খাঁটে। আমাদের দেশের নতুন পুরোহিত ও ব্রতধারী/ব্রতধারিনীদের একটি প্রধান সমস্যা হল যে তারা সেবা দায়িত্বের পাশাপাশি তাদের যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবনের নবায়নের দিকে তেমন বেশী আগ্রহী নন। ঐশতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় বিষয় তারা পড়াশুনা প্রায় করেন না বললেই চলে। তাই তারা তাদের সেবা কাজে সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলেন এবং তাদের পালকীয় কাজে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণের পথ খুঁজে পান না। সবচেয়ে বড় কথা হল এইভাবে তারা তাদের জীবনে নতুনত্ব হারিয়ে একঘেঁয়েমীতে ভোগেন। তাই সর্বদা তাদের যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবনে নবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

(খ) উৎসাহ ও সহায়তা দানের পদ্ধতি (method)

ধর্মপ্রদেশ বা ধর্মীয় সম্প্রদায় এই চলমান গঠনে অবদান রাখতে পারে এবং তা রাখা উচিতও। প্রত্যেক ব্রতধারী/ব্রতধারিনীকে তার শিক্ষা, জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা, মেধা, ইত্যাদি যাচাই করে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে এই অবদান রাখা যায়। সেইজন্য গঠন গৃহে যেমন সেমিনারীয়ান বা প্রার্থী/

প্রার্থিনীদের জীবন বৃত্তান্ত সংরক্ষন করা হয়, তেমনি পরবর্তীতেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত তা করা, যেন তাদের ব্যক্তিগত বৃদ্ধিলাভে সহায়তা দেওয়া সম্ভব হয় এবং স্থানীয় মন্ডলী ও সম্প্রদায়ের সর্বোত্তম সেবায় তাদের নিয়োজিত করা যায়। তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও দক্ষতার যথাযথ মূল্যায়ন করার মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ করা উচিত। তাদের যদি কোন দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয় তাহলে তাদের সাহায্য করা উচিত যেন তারা তা জয় করতে পারে। তাই প্রত্যেক নবীন পুরোহিত বা ব্রতধারী/ব্রতধারিনীকে তার চরিত্রের মন্দ দিকগুলো জয় করার জন্য উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করা আবশ্যক। এইভাবে তারা যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবনে সুখী হতে পারবে।

(গ) সংঘবদ্ধ জীবন ও ভ্রাতৃসমাজ (community life and fraternity)

ব্রতীয় জীবনে সংঘবদ্ধতা (communion) এবং যাজকীয় জীবনে সংস্কারীয় ভ্রাতৃত্ব (sacramental fraternity) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গঠন গৃহে প্রশিক্ষনের সময় নতুন পুরোহিত বা ব্রতধারী/ব্রতধারিনীর মনে যে আদর্শের বীজ বপন করা হয় তা রক্ষা করার জন্য সংঘবদ্ধ জীবন ও ভ্রাতৃসমাজ তাদের সহায়তা করে থাকে। ঐক্য (unity) ও ভালবাসার বন্ধন (bond of love) ব্যক্তিকে যেমন বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করে, তেমনি সহায়তা করে যাজকীয় বা ধর্মীয় জীবনে আহ্বান বৃদ্ধিতেও। আমরা সবাই জানি যে সম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধ জীবনে বা পুরোহিতদের ভ্রাতৃসমাজে পারস্পরিক দরদ ও ভালবাসার দ্বারা আমরা একে অপরকে কত বলিষ্ঠভাবে সাহায্য করতে পারি। নীরব থেকে সহ্য করে অথবা মাঝে মাঝে সরাসরি কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে আমরা এরূপ সহায়তা দিতে পারি এবং সুহমর্মী ও সহযাত্রী হতে পারি। তাই শুধু ধর্মসম্প্রদায়গুলোরই নয়, বরং ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের ভ্রাতৃসংঘেরও উচিত এইরূপ পারস্পরিক সমর্থন ও সহযোগিতার একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই সমর্থন ও সহযোগিতার সর্বোত্তম পন্থা হল প্রার্থনায় সহযাত্রী হওয়া ও জীবন সহভাগিতা করা।

উপসংহারঃ

এই প্রবন্ধে আমি যাজকীয় ও ধর্মীয় জীবন গঠনের তিনটি প্রধান বিষয়

নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু এই তিনটি বিষয় ছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে আমাদের সেমিনারী ও ধর্মীয় জীবন গঠনের ক্ষেত্রে। আমাদের প্রত্যেকেরই এই বিষয় কম বেশী অভিজ্ঞতা আছে। এখানে আমাদের এই বিষয় আলোচনা ও সহভাগিতা করা উচিত। আমাদের ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত অভিজ্ঞতার আলোকে সত্যনিষ্ঠ সহভাগিতায় শরীক হয়ে এবং পারস্পরিক সহভাগিতার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে এবং উন্মুক্ত মনোভাব নিয়ে আমরা আমাদের গঠন কাজের পর্যালোচনা করব। আমাদের গঠন পদ্ধতির মূল্যায়ন করে যদি আমরা একটি সমন্বিত গঠন পদ্ধতি গড়ে তুলতে পারি তাহলে আমরা আরো ভাল ভাবে আমাদের কাজ করতে পারব। আমাদের গঠন পদ্ধতি হয়তো ত্রুটিহীন হবে না কোন দিন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করা উচিত।

আমাদের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মসম্প্রদায়গুলোর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উদ্দেশ্যগত বা প্রেরণাগত (charism) পটভূমি রয়েছে। সুতরাং একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট গঠন পদ্ধতি সকলের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। প্রত্যেক দলের জন্য আলাদা আলাদা গঠন পদ্ধতি ও নীতিমালা খুঁজে বের করতে হবে নিজস্ব সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সম্প্রদায়গত বৈশিষ্টের আলোকে। তবে মনে রাখা উচিত যে সর্বোচ্চ মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি হচ্ছে মঙ্গল সমাচারের ভালবাসার মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি। তাই যাজকীয় জীবন ও ধর্মীয় জীবন গঠনে মঙ্গল সমাচারের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি যেন সর্বোচ্চ স্থান পায়। এর জন্য আমাদের যে কোন মূল্যই দিতে প্রস্তুত থাকা উচিত।

গঠন দান করতে গিয়ে মনে রাখা উচিত যে আমাদের লক্ষ্য জ্ঞানী ও দক্ষ পুরোহিত বা ব্রতধারী/ব্রতধারিনী তৈরী করার চাইতে বেশী পবিত্র পুরোহিত বা ব্রতধারী/ব্রতধারিনী তৈরী করা। তাই এই কাজটি করতে গিয়ে আমাদের নির্ভর করতে হয় পবিত্র আত্মার উপর। কারণ পবিত্র আত্মাই হচ্ছেন আমাদের আসল গঠনদাতা (real formator)। আমরা তার নামেই একাজটি করে থাকি। তাই আমরা যারা গঠনদাতা/গঠনদাত্রী, আমাদের উচিত সর্বদা প্রার্থনা করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার বেলায় পবিত্র আত্মার প্রতি উন্মুক্ত থাকা যেন সেমিনারীয়ান বা প্রার্থী/প্রার্থিনীর সঙ্গে মিলে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি। আমরা যেন গড়তে পারি মানুষ ধরার প্রকৃত জেলে এবং মঙ্গল বাণীর আদর্শ বাহক, যারা লাভ করবে

আমাদের গুরু ও প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্টের হৃদয় এবং চালিত হবে তাঁরই ভালবাসার দ্বারা।

সহায়ক সূত্রসমূহঃ

1. Vat. II, Perfectae Caritatis, 28 October 1965.
2. Vat. II, Optatam Totius, 28 October 1965.
3. Vat. II, Presbyterorum Ordinis, 7 December 1965.
4. S.C.R.S.I., Renovationis Causam, 6 January 1969.
5. Paul VI, Evangelica Testificatio, 29 June 1971.
6. S.C.E.P., Pastoral Guide for Diocesan Priests, 1 October 1989.
7. John Paul II, Pastores Dabo Vobis, 25 March 1992.
8. Chito Bernardo (SAIDI), Class Notes on Spiritual Direction.

মন্দতা নিয়ে জীবন যাপন

ফাঃ গিলবার্ট লাগু, সি, এস, সি,

নৈতিক মন্দতা ঃ পাপ

যদি পাপের দিকে অতিরিক্ত একচেটিয়াভাবে লক্ষ্য করি, তবে ব্যক্তিকে পাপের অবস্থা থেকে যে মুক্তি দিতে পারি, তা নয়। বরং তাকে ইতিবাচক সমাধান থেকে দূরে নিয়ে যাই। সেই ব্যক্তি তার নিজের প্রতি "ন্যায়পরায়ণতা" নিয়ে ব্যস্ত হয়ে, নিজের মধ্যে বন্ধ থাকে। যে কোন মূল্যে তার তৈরী করা নৈতিক আদর্শে পৌঁছতে চেষ্টা করে অনেক দুশ্চিন্তা ও মানবিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। সেই প্রচেষ্টা তাকে নিয়ে যায় আধ্যাত্মিক স্বয়ং সম্পূর্ণতার দিকে।

পাপ আসলে তার খ্রীষ্টিয় অর্থ গ্রহণ করে কেবলমাত্র যদি তা দেখি পবিত্র ইতিহাসের আলোতে পরম ক্ষমাশীলতা ও মুক্তিদায়ী ভালবাসায়। যীশু খ্রীষ্ট যে পুনর্মিলন স্থাপন করেন, তাতে প্রকাশিত হয় পিতার অমূল্য ও চূড়ান্ত উদ্যোগ, কেবলমাত্র পাপের ব্যাপারেই নয় বরং সম্পূর্ণ সৃষ্টির জন্যও। খ্রীষ্ট বিশ্বাসী যখন বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে, তখন সে পাপকেও ইতিবাচক ভাবে দেখতে পারে, এবং তা বহন করতে পারে পূর্ণ ও চূড়ান্ত মুক্তির আশায়। এই মুক্তিদায়ী গতিকে যদি উল্টাই, তাহলে মানুষকে রাখি একাকী করে; এবং প্রকৃত মুক্তিদায়ী অভিজ্ঞতা থেকে তাকে বঞ্চিত করি, যে অভিজ্ঞতা সে পেতে পারে কেবল মাত্র, "জগতের পাপ যিনি হরণ করেন" তার সঙ্গে যদি সক্রিয় সাক্ষাৎ করে। (যোহন ১ঃ২৯)।

ঈশ্বরের অন্তরে প্রবেশ করে তার প্রেমের উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে আবিষ্কার করতে হয়; আবিষ্কার করতে হয় সৃষ্টির মৌলিক উত্তমতা, আমার কাছে পিতা ঈশ্বরের ব্যক্তিগত দান হিসাবে।

যদি ঐতিহাসিক ও বাস্তব দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখি, তাহলে পাপকে কখনোই সম্পূর্ণ নেতিবাচক বলা যায় না। মানব ব্যক্তি অনবরত নতুন কিছু হয়ে উঠে। জীবন যাপন করতে শিখে অনেক নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। মানব ব্যক্তি যদি বৃদ্ধি লাভ করতে চায় তবে সেই শিক্ষা খুবই দরকার। তার মধ্যে অবশ্য ভুল পথে যাওয়ার ঝুঁকি আছে। নিরীক্ষায় তার ফলাফল ভাল বা মন্দ যে কোনটিই হতে পারে । তবু সেই নিরীক্ষায় সে সুযোগ পায় তার ভুলগুলি

সংশোধন করতে এবং তার অভিজ্ঞতায় যা গঠনমূলক তার জন্য এবং অপরের জন্য সেটা ব্যবহার ও বিকশিত করতে। এমন কোন মানবিক অভিজ্ঞতা নেই তা যত নেতিবাচকই হোক, যার ফলে প্রজ্ঞার একটা পথ খোলা যায় না। একজন ব্যক্তি বা একটি জাতির ইতিহাস তৈরী হতে পারে বিশ্বাসঘাতকতা ও মন পরিবর্তন দিয়ে; একটি সময় আছে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আর ফিরে আসার জন্য, দূরে যাবার জন্য আর কাছে আসার জন্য। স্বাধীনতা, বন্ধুত্ব, পরিপূরকতা, বিশ্বস্ততা, শ্রদ্ধা, কথাগুলির আসল অর্থ আমরা বুঝতে পারি যখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এগুলোর ইতিবাচক দিক আস্বাদন করতে পারি। প্রকৃত খ্রীষ্টিয় মন পরিবর্তন কাউকে তার অতীত জীবনকে অস্বীকার করতে বাধ্য করে না। বরং তার বিপরীতটিই সত্য। ক্ষমার স্নেহময় তাপে ও ঈশ্বরের উদ্যমের আলোতে, "যিনি প্রথমে আমাদের ভালবাসলেন" (১ম যোহন ৪ঃ১০) "আমরা যখন এখনও পাপী ছিলাম", মানুষ তার অতীত কাল সম্পূর্ণ নতুন ও শান্তিদায়ক দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে পারে। বিশ্বাসী মানুষকে তার অতীত জীবনের অন্ধকারময় দিকগুলিকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার দরকার নেই, বরং সেখানেই সে ঈশ্বরের ত্রুটিহীন বিশ্বস্ততার চিহ্নগুলি দেখে, সে একটি আশাপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেখে।

সীমাগুলির অভিজ্ঞতা ও খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের দৃষ্টি

আমাদের সীমাগুলির অভিজ্ঞতা আমাদের অপমানজনক ভাবে উৎপীড়ন করে -- সেই অভিজ্ঞতা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে; দৈহিক যন্ত্রণা, নৈতিক যন্ত্রণা, ভাঙ্গা আশা, অপরাধবোধ, মনের তিরস্কার, সব ধরনের সামাজিক অত্যাচার, সেই সীমাবদ্ধতা অভিজ্ঞতা আমরা করি জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি বা ঘটনার মধ্য দিয়ে অসুস্থতা, অকৃতকার্যতা, ভুল, অত্যাচার,- সংক্ষেপে বলা যায় যা কিছু আমাকে বলে যে আমার জীবন ক্ষয় হচ্ছে, আমি বৃদ্ধ হচ্ছি, সব কিছুই আমাকে মরণের চিহ্ন দেখায়।

আসলে তার সীমাগুলির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মানব ব্যক্তি তার সৃষ্ট সত্তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অভিন্নতা আবিষ্কার করতে সুযোগ পায়। সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, মানুষ জীবন্ত বাক্যের সঙ্গে একটি জীবন্ত ও ফলপ্রসূ সংলাপে প্রবেশ করতে পারে। জীবনদাতা ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর বিশ্বাসের একটি সম্পর্কে প্রবেশ করতে পারে। অবশ্য যদি জীবনদাতা

ঈশ্বরের সঙ্গে একটি জীবন্ত ও অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎ না ঘটে তাহলে এ ধরনের পরিপক্ক ও আনন্দময় উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। কেবল মাত্র জীবনের ও অস্থিস্তের উদার উৎস হিসাবে ঈশ্বর আত্মপ্রকাশ করেন না, বরং তিনি তার বাক্যের আলো দিয়ে ও তার আত্মার মধুর তাপ দিয়ে মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটেন, এমন কি নিজেকে দৃশ্যভাবে উপস্থিত করেন সে ইতিহাসে তার পুত্রের দেহধারণের মধ্য দিয়ে।

ঈশ্বর অনবরত তাঁর জীবন, তাঁর ক্ষমা, তাঁর আশার বাণী ও তাঁর শর্তহীন ভালবাসা উৎসর্গ করতে থাকেন। যখন আমরা এই বিশ্বাস হারাই, তখনই মাত্র পাপ ঢুকিয়ে দেয় আমাদের জীবনে মৃত্যুদায়ক দূরত্ব এবং সীমাগুলিকে আমরা দেখি ধ্বংসাত্মক শূণ্যতা হিসাবে। আমরা যেভাবে আছি, তিনি ঠিক সেইভাবেই আমাদের গ্রহণ করেন। তার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি "ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও তার সাদৃশ্যে" সৃষ্ট হয়েছে এবং সে তার চোখে খুবই মূল্যবান।

তাঁর আত্মপ্রকাশে তাকে সুখী করার জন্য ঈশ্বর কাউকে মুখোশ পড়তে বাধ্য করেন না। তিনি প্রত্যেক মানব ব্যক্তিকে গ্রহণ করেন, তাঁর গোটা ব্যক্তিত্ব নিয়ে, তার ব্যক্তিগত ইতিহাস নিয়ে। তিনি এটা তাঁর সব ধরেন সৃজনশীল ভালবাসা দিয়ে, এবং পারস্পরিক আত্মদানের জন্য নিমন্ত্রণ দিয়ে তা সামনের দিকে নিয়ে যান। গোটা পরিত্রাণের ইতিহাস কেবলমাত্র এই ঈশ্বরকেই আমাদের কাছে প্রকাশ করে: তিনি মানুষের বন্ধু, বারে বারে নতুন উদ্যোগ নিতে থাকেন, যা আমাদের কল্পনার বাইরে এসব তিনি করেন আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য, আমাদের কাছে তাঁর শ্রদ্ধা, তাঁর ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা দেখাবার জন্য।

"কেবল মাত্র যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে ঈশ্বরই প্রেম, যে তাঁর বুঝবার ক্ষমতা অসীম, যে তিনি মঙ্গলময় তখনই আমাদের অন্তরে তাঁর প্রতি যে ভয় লুকিয়ে আছে, তা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। তখন আমরা তাঁর প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন হতে রাজী হতে পারি-- আমাদের যৌনতায় যেমন, আমাদের আবেগিক জীবনেও তেমন; - তখন আমরা নিজেকে ক্ষমা করতে পারি। আমাদের ব্যক্তিত্ব তার শান্তি পুনরায় আবিষ্কার করে, একটি ঐক্যের প্রাণবন্ত বিকিরণে। নিরাময় হওয়া মানে, সব রকম ভয় থেকে

নিজেকে মুক্ত করা এবং একই ভাবে ঈশ্বরের এবং নিজের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা।"

নিজ অস্তিত্ব হারাবার বিপদ

যখন অন্যদের মধ্যে আমি যা আছি, বা আমি যা করি তার দিকে আর কোন মনোযোগিতা বা উৎসাহ দেখি না, তখন আমার ব্যক্তিগত অস্থিত্ব হারাবার বিপদ আসে। আমি যখন অনুভব করি যে আমি আর কোন কাজে আসি না, আমাকে আর মূল্য দেওয়া হচ্ছে না, আমার ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যের অনুভূতি হারাই, তখন আমার ব্যক্তিগত অস্তিত্বে বিশ্বাস হারাতে পারি। যারা আমার সঙ্গে জীবন যাপন করে তারা যদি আমাকে বুঝিয়ে দেয় যে তাদের আমাকে আর কোন দরকার নেই, আমার মতামত মূল্যহীন, আমি যা অনুভব করি তাতে তাদের কিছু আসে যায় না, আমি এক বেচারা, একজন অকেজো মানুষ, আমার মধ্যে কিছু নেই, তখন আমার আত্ম বিশ্বাসে আমি খুব বিপদাপন্ন হতে পারি, আমার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সম্বন্ধে গভীর সংকটে পড়তে পারি। সেই অভিজ্ঞতা যদি আমার ব্যক্তিত্বের কোন কোন অংশের জন্য মাত্র না হয়ে বরং আমার গোটা ব্যক্তিত্বের জন্য হয় তবে সংকটটা আরও কঠিন হয়।

বাইবেলে ঐশ আত্ম প্রকাশ, তার সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক উন্মোচনে, এই কথাই প্রমানিত হয় যে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের একটি বিশেষ দৃষ্টি আছে। আদি থেকেই সৃষ্ট জীব হিসাবে মানুষকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে এবং ঈশ্বর তাঁর হাতে তাঁর সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব দান করেন। ঈশ্বর ও মানুষ উভয়ই এক বিরাট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে এক সঙ্গে; আর তাই মানুষ ঈশ্বরের সহকর্মী। বাইবেলে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে হিংসুক প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড়ান না, বরং ঈশ্বর হলেন মানুষের এক বিশ্বস্থ সঙ্গী, একজন শ্রদ্ধাপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের দরদ ও স্নেহ আরও উজজ্বল ভাবে প্রকাশিত হয় আমাদের মানবীয় ইতিহাসে তার পুত্রের আগমনে। তার উপস্থিতি আমাদের কাছে প্রকাশ করে পিতার বিশেষ মঙ্গলময় ইচ্ছা। নম্রদের, দরিদ্রদের, ও ক্ষুদ্রদের প্রতি তার ভালবাসা। তিনি বার বার তাদের মযার্দা দান করেন, বিশেষভাবে যখন উপরের শ্রেণীর লোকেরা তাদের অবজ্ঞা করে। ঈশ্বরের মহাকাজে কাউকে বাদ দেওয়া হয় না।

প্রত্যেক ব্যক্তি যেখানে আছে তার সে স্থান আর কেউ নিতে পারে না। আমাদের প্রত্যেক জনের জীবনে সচেতনতা দরকার, আমরা যেন আমাদের ব্যক্তিগত ইতিহাসে যে সব ডাক আসে সে গুলি আবিষ্কার করতে পারি, বিভিন্ন আধ্যাত্মিক প্রেরণা ভালভাবে যাচাই করে। আমরা তখন পূর্ণ সত্যে এবং পরিপক্ক ও খাটিভাবে আমাদের নিজ দায়িত্বগুলি পালন করতে পারি।

আমাদের আশা দ্বারা মন্দকে দমন ও পরাজিত করি

- সেই আশা সার্বজনীন ভালবাসার উপরে স্থাপিত, যার অংশীদার আমি।

ঈশ্বরের ভালবাসা সবসময় সক্রিয় ও বর্তমান, সেই নিগূঢ় রহস্য সম্বন্ধে আমার ক্রমশঃ গভীরতর চেতনা লাভ করতে হয় এবং তা স্বাধীন ভাবে ও দায়িত্বশীলভাবে গ্রহণ করতে হয়।

"প্রথমতঃ সেই ব্যাপক দৃষ্টিকে আমার মধ্যে তার আলো ও প্রেরণার ফল দিতে, সময় নিতে হয়। তারপরে মাত্র এক বিশেষ দিকে অর্থাৎ মন্দের দিকে তাকাবো, সেই দিকটা খুব বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বলতে হয়। তা নাহলে আমরা সেই সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করব শুধু বিভিন্ন যুক্তি ও সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে। সেই সমস্যার আসল সমাধান কিন্তু আমরা পাই কেবল মাত্র যখন আমরা মন্দের উর্দ্ধে উঠতে পারি এমন একটি জীবনের আশায় যার শিকড় রয়েছে ঈশ্বরের মহা ভালবাসায়"।

সেই মঙ্গলময় ও দায়িত্বপূর্ণ দৃষ্টি আমাদের বাস্তবতায় যেন ঢুকতে পারে যেখানে আছে অনেক আশা ও অনেক ব্যর্থতা, তার জন্য যখন মন্দের দিকে তাকাই, একই সময় আমাদের মূল তরে দিকেও তাকাতে হয় এক দৃষ্টিতে। সেভাবেই মাত্র আমাদের জীবনে আমাদের সীমাগুলিও গঠনমূলকভাবে দেখতে পারি ও ব্যবহার করতে পারি। কেবল মাত্র আমার ব্যক্তিগগত সীমাবদ্ধতার সময়ই সেই বিশ্বাসের সীমাবদ্ধতার দৃষ্টি কাজ করে না। বরং সমস্ত সৃষ্টির মাঝে, এমন কি বস্তুগত জগতের মাঝে সেই বিশ্বাসের দৃষ্টি আমাকে ঈশ্বরের জীবনদায়ক ও ত্রাণকারী কাজ দেখতে সাহায্য করে। এই বিশ্বাসের কেন্দ্রে এমনই একটি বিষয় রয়েছে যা সবচেয়ে মূল্যবান যা আমাদের সবচেয়ে বেশী শক্তি জোগাড় করে মন্দতার সমস্যাকে অতিক্রম করার জন্য; সেটা হল ঈশ্বরের ভালবাসা, যে ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে।

(দেখুন: রোমীয় ৮ঃ৩৫, ৩৭-৩৯)

খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের নিখুঁত ভালবাসা ও তার পরিত্রাণকারী উদ্দেশ্যের আবিষ্কার বিশ্বাসী মানুষকে শান্তি দেয় এবং একই সময় তাকে নিয়ে যায় পবিত্রকরণ ও পুনর্মিলনের পথে যা অনেক সময় দুঃখ বেদনায় পূর্ণ। ঈশ্বরের ভালবাসা যেভাবে দৃশ্যমান করা হয়েছে নাজারেথের যীশুর জীবনের মধ্য দিয়ে এবং জীবনময় আত্মার দ্বারা সব মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়েছে, বিশ্বাসী ব্যক্তি যখন তা গ্রহণ করে, তখন তার জন্য ক্রমান্বয়ে উন্নতির অনেক পথ খোলা হয়।

"একজন মানুষের জীবনে, তার গভীর দুরাবস্থার উপলব্ধি যথেষ্ট নয় সে যেন ঐশ কৃপার হাতে আত্ম সমপর্ণ করতে পারে: তার সঙ্গে দরকার ঈশ্বরের প্রেমপূর্ণ উপস্থিতি সম্বন্ধে একটি তীক্ষ চেতনা।" সুন্দর সুন্দর চিন্তা বা ধারণা দিয়ে বিশ্বাসী মানুষ মন্দকে তার জীবনে গঠনমূলক অংশ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না। সে বরং যখন একজনের বাস্তব (অভিজ্ঞতা দ্বারা যা আবিষ্কার করা হয়েছে) ভালবাসার খুবই কাছে থাকে, তখন বিশ্বাসী মানুষ মন্দকে মোকাবেলা করতে পারে, এমন কি তার জীবনে গঠনমূলক ভাবে ব্যবহার করতে পারে।

সেই অভিজ্ঞতার অন্যতম স্থান হলো ক্রুশের উপরে উপস্থিত খ্রীষ্টের সামনে। সেখানে এক দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই ভালবাসা কোন্ পাগলামী পর্যন্ত পৌছেছে।

সংক্ষেপেঃ মন্দকে অতিক্রম করার জন্য দুইটি শক্তি :

- সৃজনশীল ভালবাসা
- খ্রীষ্টের ত্রাণকারী ভালবাসা -

সেই ভালবাসা তিনি উৎসর্গ করেন আমারই কাছে অত্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে।

- যিনি জীবন্ত ও ত্রাণদায়ী তার কাছে যাই।
- সেই অভিজ্ঞতা লাভ করার উত্তম স্থান হলো ক্রুশের সামনে।

উপসংহারঃ

একজন ব্যক্তি যখন নিজের জীবনকে মূল্যবান দান ও অফুরন্ত মূল্যবোধ বলে ইতিবাচক ভাবে গ্রহণ করতে জানে না, যখন তার বিশ্বাসে সে নিজেকে পিতার "পোষ্য পুত্র" বলে অনুভব করতে পারে না (যে ভাবে পুনরুত্থিত

খ্রীষ্ট পিতার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন) সেই ব্যক্তি তখন নিজের মধ্যে বা জাগতিক সৃষ্টির মাঝে সীমাবদ্ধতার সামনে সহজে বিচলিত হয়ে ওঠে। সীমাবদ্ধতাগুলি তখন তাকে দিশাহারা ও নিরাশ করে তুলে। সে সীমাগুলিতে বন্দী হয়ে যায়, এবং নিজেকে ক্লান্ত করে, অনুযোগ করে বা স্বপ্নে সময় কাটিয়ে সে অনেক মূল্যবান শক্তি অপব্যয় করে। সীমাগুলি তার দৃষ্টি এমন ভাবে আকর্ষণ করে যে সেই সীমাবদ্ধ সত্তার সঙ্গে যে শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছে সে তা দেখতে পারে না। সে অপরিপক্ক ও নিষ্ফল একটি নৈরাশ্যে পড়ে, নিজের মধ্যে নিজেকে বন্ধ করে এবং সব সময় ক্ষতিপূরক সান্তনা ভিক্ষা করতে থাকে। মানবীয় জীবনে আশাবাদী হওয়ার হাজার হাজার কারণ সে আর দেখতে পারে না। তার জন্য আর সূর্য নেই, আর কোন পাখী গান গায় না, আর কোন যুবক জীবনকে আনন্দময় বলে মনে করে না। তার অন্তরে আস্তে আস্তে মন মরা হাল ছাড়া ভাব থাকে খেয়ে ফেলে। যত বেশী সে নিজেকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে, ঈশ্বরের ভালবাসার জন্য নিজের অন্তরকে খুলে দেয়, তত বেশী তার প্রার্থনা রূপান্তরিত হয় কৃতজ্ঞতায়, আনন্দের চিৎকারে, বা নীরব আরাধনায়। একজন ব্যক্তি তার যা আছে তা নিয়ে যখন সুখী, তার ইতিহাস নিয়ে, মহত্বে ও ক্ষুদ্রতায়, জটিলতায় ও সরলতায় মিশ্র সে যখন আপোষে আসে, তখন ঈশ্বরের দানগুলি সে গ্রহণ করে। তা সে করে বাইরের কিছু মনে করে নয়, বরং দেখে তার নিজের জীবনে অংশ হিসেবে। তার ব্যক্তিগত ইতিহাসের সঙ্গে সে বিপুল বিশ্বাসের ইতিহাস দেখে এবং সেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি দেখতে পায়। কেবলমাত্র জীবন ও বন্ধুত্বের দানে নয় বরং ক্ষমা ও নবীকৃত প্রেমের সন্ধির মধ্যেও সে তা দেখতে পায়।

তার সম্পূর্ণ জীবন একটি সঙ্গীত হয়ে উঠে এবং এই সঙ্গীত এ প্রাণপূর্ণ ও সত্য কারণ তা একটি অসাড় ও ঠান্ডা তত্ত থেকে জাগে না বরং তা জাগে একটি জীবন্ত অভিজ্ঞতা থেকে। তার নিজের অস্তিত্ব ও জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আসে তার গভীর বিশ্বাস ও আস্থা।

PRIESTHOOD AND PRIESTLY SPIRITUALITY

FR. JOHN C. FUTRELL, S.J.

I. WHAT IS THE PRIESTHOOD ?

In order to help one another identify more clearly the meaning of spirituality in our lives as priests and to deepen our understanding of and our living of our priesthood, it is well to recall what spirituality is. In the broadest sense, the words spirit and spirituality have always referred to the inner life of man: his conscious grasp of reality and his act of giving meaning to this reality for himself through free choices of his will, as distinguished from his merely instinctive and emotional reactions to his environment. Man's spirituality, then, is rooted in his inward consciousness of his own irreducible and unique selfhood in personal freedom.

A man is conscious of being uniquely himself in an act of self- awareness that utterly subjective, utterly incommunicable. But he arrives at this self-awareness only through the experience of relationships: his relations to his own body and feelings and thoughts and self- images; his relations to others, to the external universe, to God. Through the gradual recognition of an emerging pattern in these relationships, a man finally comes to discover his personal identity and his vocation in life.

On the Psychological level, the choice of a vocation is a discovery of personal identity as a result of true discernment. All the factors of one's past and present self-awareness find their coherence and integration in the commitment of one's self to a permanent life-form. At this moment a man can say:"This is myself. Here I find true identity. All that is to follow in my life,

my personal history, will find its significance and value in creating this identity."

Such a vocation is a life-engagement, because to deny it is to deny one's own self-identity. Through commitment to creating one's discovered personal identity, a man commits himself to a certain style of life, a certain way of taking existence in the future, a pattern for interpretation of all the relationship that enter his life.

A spirituality, then, is a particular manner of structuring an adult personality according to one's own grasp of the meaning of reality. It is a style of life-resulting from a man's personal commitment to a certain conception of the meaning of his life, a certain interpretation of his experience of reality, a commitment which becomes the axis or pole or hard core of his selfhood, around which he integrates everything that comes into his self-awareness. His personal identity becomes the norm governing all his choices, his actions and reactions.

The key to any spirituality is discernment - a venerable word in Christian tradition which simply means the ability to sift through the ambiguity of concrete situations and to see how to "do one's own thing" authentically at all times. Through discernment the Christian is able to integrate all his relationships, all his exterior and interior experiences, into his identity as a follower of Christ. He is able to discern always how to love God and to love others perfectly here and now.

Now, the ability to discern pre- supposes a clear understanding of one's personal identity, which is the norm for all discernment of how to live here and now. That is why it is essential for us to understand clearly what our priesthood is, how our Christian existence is specifically focused by our ordination to the ministerial priesthood, if we are to discuss meaningfully the

various elements within our priestly spirituality and if we are to be able to discern how to live this spirituality at all times.

With that introduction behind us , we can turn to a consideration of what the priesthood is in itself. We are priests because we are aware of the lived experience of a charism, the Holy Spirit actuating his power within us and calling us to give our lives to the priestly proclamation of Christ and the celebration of the Paschal Event in which God has saved us. The problem is to determine precisely what demands are made upon our lives by response to this charism. In the effect of receiving the sacrament of orders to give certain powers to a baptized Christian, enabling him to offer the Eucharist for the community and to administer the sacrament, or is it to confer an office upon a man?

This is a particularly acute problem today. Because of the break-down of the past sociological roles of the priest and confusing effort to determine his new sociological roles, much confusion has resulted concerning the theological significance of priesthood. Out of this confusion have arisen discussions concerning the hyphenated-priest, priest-teacher, priest-administrator, priest-worker, etc.-- a notion based upon an understanding of priesthood as being concerned with exclusively "pastoral" or sacramental activities, while other activities are not truly priestly. "Pop" theology has compounded the confusion by suggesting that part-time priesthood is the logical result of recognizing that the "priestly" works of even a parish priest actually take up only a small portion of his time. Even serious theologians like Ruud Bunnik in his "Priests for Tomorrow" have argued that a priest's functions and his private life should be divorced, with his private life occupying most of his time and energy and interest. Furthermore, the stress placed by Vatican II on the meaning of the universal priesthood of the laity has resulted in some confusion about the meaning and significance of

ministerial ordered priesthood.

The position taken on the meaning of priesthood is of central importance in determining the meaning of priestly spirituality. If priesthood is simply a profession - like being a plumber - then its demands upon the life-style of the ordained priest will be relatively minor. On the other hand, if priesthood is something which existentially determines the life of man, affecting the whole of existence, penetrating to the core of a man's person and giving it a definite character, then his priestly spirituality concerns his life at all times, as does, for example, marriage.

Instead of discussing the various theories put forth by theologians, I shall present the positive, living tradition of the Church on the meaning of ordained priesthood. My approach will be to summarize the teaching of Vatican II, then to take a brief look at early Church tradition and, finally, to present the reflections of a modern theologian within this tradition.

Vatican II rightly locates the ministerial priesthood within the universal priesthood of the faithful. The latter is not a weak reflection of the former, but is anterior to the ministerial priesthood. There is only one mediator, Christ, still present and acting in the great, pre-moral sacrament of himself which is his Church. He saves men by uniting them to his body, the Church. The Church is first in relation to both priests and laymen, who are defined not by their "personal relation" to Christ, but by their relation to Christ in his body, the Church.

Christ, the one High Priest, made a kingdom of priests to God his Father, a new people. Through baptism all the faithful are consecrated into a royal, holy priesthood. As a member of the priestly people, every Christian is called and empowered to offer spiritual sacrifices, to proclaim the power of God, to witness to Christ's message by words and deeds, and to communicate his

grace to the world. All are called and empowered to present themselves as a living sacrifice to God through prayer and praise. The one priesthood of Christ, then, is shared by both sacred ministers and by the faithful -- though in different ways.

The distinction between the sacred ministers and the rest of the people of God was made by the Lord himself. The distinct nature of the ministerial priesthood is rooted in the variety of charisms granted by the Spirit to the members of the Church for the good of the whole community. The diversity of offices in the Church resulting from these charisms arises from the unifying purpose of the various duties in the Church. The ministerial priesthood is distinguished from the universal priesthood of the faithful by 1) its sacred power, since the ordained priest alone can complete building up the Body of Christ in the Eucharistic sacrifice in the name of the whole Church; 2) the public office it performs as appointed by Christ to feed the faithful in Christ's name with the Word and the grace of God; and 3) the special value of its apostolate, mainly through the ministry of the Word and of the sacraments entrusted in a special way to the ordained priesthood.

By the power of the sacrament of orders, then, priests are partakers of the function of Christ, the sole Mediator, on their own level of ministry. They participate in the ministry of bishops as successors of the apostles, given the direct commission from Christ to gather together God's family as a brotherhood all of one mind, leading them in the Spirit of Christ to the Father. Their specific task is to mold and rule the priestly people, acting in the Person of Christ.

Vatican II teaches that the primary work of the priest is to proclaim the Gospel, to summon men to faith in Christ, to establish and build up the People of God, a living community of faith. The

primacy of this ministry of the Word is of the utmost importance to the meaning of priestly spirituality. Within this primary task of proclamation, the central task of the priest is the liturgy of the Word sealed by the Eucharistic sacrifice, the proclamation of the Word and the response of the people ratified in the in the sacrifice of Christ. All the other tasks of the priest are embraced within this work of ministry of the Word con-summated in Eucharistic celebration.

In the earliest liturgical prayers of the Church, especially those of Hippolytus from the second century, the traditional understanding of ministerial priesthood is as follows: Priesthood is the principle of the growth, organization and unity of the body of Christ. Without the charismatic gift of priesthood -- this gift of the Spirit which Christ communicated to his apostles and is conveyed from age to age by the imposition of hands -- there would be nothing but a miscellaneous collection of individuals in the Church. There would be no Church. That is the fundamental and supreme conviction expressed in the ancient liturgical texts.

This basic conviction continues and is expressed in different sociological and historical structures throughout the whole history of the Church. It is because of a charism conveyed through the imposition of hands that the bishops, assisted by priests, build up the Church.The hierarchy is not the Church, but without it there would be no Church. The mission which Christ gave to his apostles is to unite all men in a visible society, having the same faith, the same hope, partaking of the same Eucharist and living in the same love. From the apostles to today, all the efforts of the hierarchical priesthood are directed to achieving this unity: to form a living Church.

The sacrament of orders confers a dual power: the one over the Eucharistic body of Christ, to consecrate it; the other over the

Mystical Body of Christ, to prepare the People of God to participate in the Eucharist. The episcopate and the hierarchical priesthood are not juridical organisms imposed on the Church, but the principle of being of the Church -- unless the Church has been mistaken for two thousand years. Priestly office is never in conflict with the mission of laymen; rather it completes and perfects it. The uniqueness of the ordained priesthood lies in the fact that these members of the believing community are ordained to gather up the offering of the People of God and to present them with Christ to the Father. The priestly office, therefore, includes the priest's leadership of the people, his preaching of the Word, and his sanctifying instrumentality which reaches its culmination at the altar.

In their theological reflection upon the meaning of the ministerial priesthood the Greek Fathers used three texts from St. Paul:

"It was he (Christ) who gave gifts to man; he appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. He did this to prepare all God's people for the work of Christian service, to build up the body of Christ. And so we shall come together to that oneness in our faith and in our knowledge of the Son of God; we shall become mature men, reaching to the very height of Christ's full stature" (Eph, 4:11-13).

"It is of this gospel that I, Paul, became a servant ... And I have been made a servant of the church by God, who gave me this task to perform for your good. It is the task of future proclaiming his message, which is the secret he hid fully through all past ages from all mankind, but has now revealed to his people.For this is God's plan: to make known his secret to his people, this rich and glorious secret which he has for all peoples.

And the secret is this: Christ is in you, which means that you will share the glory of God. So we preach Christ to all men. We warn and teach everyone, with all possible wisdom, in order to bring each one into God's presence as a mature individual in union with Christ. To get this done I toil and struggle, using the mighty strength which Christ supplies, which is at work in me"(Col. 1:23-29).

"You should look on us as Christ's servants who have been put in charge of God's secret truths," or, in the older translation, "the dispensers of the mysteries of God" (1 Cor. 4:1).

It is necessary to see this theology of ministerial priesthood within the total context of the reflection of the Greek Fathers upon the Christian mystery. They locate everything within the economy of salvation, which is the work of the divine power. This work is expressed in revelation and action, and the end of this revelation and action is the building up of the People of God. Ministry within this divine economy of salvation is essentially defined by the duties of ministry within the economy. Ministerial priests are servants of this economy, cooperators in the divine work continuing in the Church; they are the "dispensers of the mysteries of God". Now, it is important to remember that mystery in Paul is not Hellenic and cultic; rather, it means the "secret" of the economy of salvation which has been fulfilled in Christ and is being realized in the Church through the ministry of Word and sacrament. Thus, Gregory of Nazianzen describes the end of priesthood as "to restore the creature"; "to reveal the image." The priest is the dispenser of the divine energy present in the Church through the Word and the sacraments.

The Greek Fathers teach that God himself communicates to the Church -- and consequently to its priests -- powers proper to himself, so that as ministers of the Church priests can actually

transmit these powers. The sacrament of orders gives power to common ordinary men to dispense the mysteries, just as the other sacraments render things common in themselves (water, oil, bread, wine, etc.) capable of effecting divine results.

There is only one ministerial priesthood essentially defined in its relationship with the divine economy of salvation. There are varied facets within this one ministerial priesthood, however, which result in a varied vocabulary for priests: presbyters, episkopoi, overseers, heralds, priests, etc. Priests must proclaim the Word, the mystery hidden in God and revealed in Christ. They must engage in the ministry of the Word, cooperating in the divine activity of building up the People of God. They must be ministers of the sacraments, the divine works in the economy of salvation. They must exercise leadership of the People of God, being servants of Christ's rule as head of his body.

For the Greek Fathers, then, the priest must be the servant of the economy of salvation. To define the Christian ministerial priesthood exclusively by its cultic function would be to confuse it with Jewish and pagan priesthood.

Among contemporary theologians, Karl Rahner has made perhaps the most significant contribution to understanding of the ministerial priesthood within the living tradition of the Church. He has pointed out that Christian priesthood is unique; it is both cultic and prophetic. Each of these offices intrinsically qualifies and entails the other in mutual complementarity.

Now, Christian priesthood is confered by the sacrament of orders. Whenever in the Christian dispensation an office with its powers is granted sacramentally, a charism, a grace of office is given. But grace is the existential shaping of a person in a new and specific way. Therefore, the office of Christian priesthood must existentially shape the whole Christian as does baptism or confirmation or matrimony.

The question is, therefore, which element of Christian priesthood -- the cultic or the prophetic -- effects this radical and new existential shaping of the priest, so that his very person is stamped with a specifically new character? It cannot be the priest's cultic office, for two reasons. In the first place, the time-factor; to perform his cultic office takes relatively few of the hours of a priest's week, or even of his daily life. Furthermore, the efficaciousness of his cultic office as such is independent of the human, existential contribution of the priest. The faithfull are protected by the power of the Church, which operates through even an unworthy priest in the celebration of the Eucharist or the administration of the sacraments. The priest has a duty to bring to bear his interior dispositions of faith and worship in carrying out his cultic offices, but in so doing he only does that to which every Christian is called. The priest's cultic power adds a new obligation to his old vocation of baptism; it does not make an existentially shaping, new demand upon his person.

On the other hand, the prophetic office of the priest does lay claim to the whole existence of the man. There are no limits placed upon the time he must give to the proclamation of the Word, other than those imposed by the practical necessities of life. The authentic proclamation of the Words as a mission from Christ demands the personal commitment of the priest in all his time and work and living. This is not the preaching of "objective truths", but proclamation of the challenging Word of God; and such proclamation depends upon the personal, existential commitment of the preacher. This means that the proclamation of the Gospel is essentially dependent upon the evident fact that the grace which is preached is a reality in the preacher himself. In order to proclaim the Word of God authentically as a challenge, as a call to faith, the priest must em-body the Word. Christ himself em-bodied the Word before proclaiming it. To try to

proclaim the Word without embodying it is to "beat the air." No one will hear it.

The prophetic office of the priest, then, involves a new claim on the existence of the priest. As authorized to make the salvation-reality of Christ present culturally, the priest speaks the Word of Christ itself as such. A layman bears witness immediately to his own faith whenever this is necessary; that is to say, based upon his own Christian life and is determined by his situation in the world. But the priest bears witness not to his own faith as such (though, necessarily, by means of his own faith), but he bears witness immediately to the Word of Christ, always and everywhere, in season and out of season, by the mission which lies upon him from Christ through the apostolic succession. His apostolate arises from the fact that he is sent by Christ and not from his own situation in the world.

Such a mission engages the whole existence of the priest. It is not a mission given with the general Christian or human situation of his life, but it is given through his response to a special charism sacramentally conferred by the Church. His life, therefore, is given a whole new existential significance by the sacrament of orders.

If we understand its full implications, we can conveniently define the essential office of the priest as the ministry of the Word. His work is to call all men to faith, to build up the Church through witnessing before the world to God's revealing word in Christ. Whatever he does-- teach physics, administrate social works, work in a factory, go to a party -- the priest is always a priest. Everything he does is in-formed by his priesthood, is embodying and proclaiming of the saving Word of God in Christ, whether this proclamation is mediate through a secular occupation or immediate in explicit preaching. There is no such thing, then,

as the hyphenated priest, no such thing as his "priestly life" and "private life".

Finally; it is essential to see that all the actions of the priest are extensions of the Eucharist. The proclamation of the Word is to call all men together into the Body of Christ, the Church, in order to gather them into the one great celebration of thanksgiving to the Father in the sacrifice of the one Mediator,Christ. What is celebrated in the Eucharist is spread over the whole of man's life through the guidance of the faithful and through the practice of Christian love. Everything that the priest does in his life and his relations with other men is ordered to consummation in the act of Eucharistic worship. Everything he does in cosciousness of his existential priesthood --- no matter how secular it may seem -- is actually the fore-Mass, the liturgy of the Word leading to the Father in Christ through the Spirit. Therefore, all of the priest's actions form a unity among themselves and proceed from and return to the central mystery of the Eucharist.

For this reason, every time he celebrates the Eucharist the priest should be led through the Eucharist to grow in the authenticity of his vocation as a minister of the Word. His life - action as a priest in every situation of his daily life should flow out of his celebration of the Eucharist, which defines and expresses his priestly relation to Jesus Christ, to the world. When he celebrates the Eucharist, the priest re-situates himself in his own truth as a priest as he historically actualizes here and now the eternal and universal redemptive action of the unique priest Christ for all men.

Our daily celebration of the Eucharist -- even when this must be done privately --- should have a decisive effect upon our lives as priests who are ministers of the world. We are the bread we eat. It is transformed into our lives. But the bread we eat is the

flesh of Christ, and our lives must show Christ to all who meet us. We are the presence of the Host in the world. We do not truly live unless we become the truth of that which we eat, the truth of the appearance is love, the love of Christ found in us priests by all persons who encounter us every day, as by our love for them we manifest what has taken place in us through celebrating the Eucharist.

What is the priesthood? It is the ministry of the Word. What is priestly spirituality? It is the style of life of a man who discerns at every concrete situation, how to embody the Word of God in Christ.

Above all, the priest is nothing if he is not a believer. The priest by definition is a believer. He is a man with a message, a God-centered man, a symbol of Christ, a meaning-man.

II. THE UNITY OF PRIESTLY SPIRITUALITY.

It is a commonplace that the central problem of contemporary Christian spirituality is the need to integrate belief in Jesus Christ with one's ordinary, daily, secular life. In our secularized world, man's spiritual life as a Christian for many if not for most persons has become at best peripheral to his daily tasks, his life in the world, which poses challenges that he meets without reference to the God of Christianity, whom he seems to encounter only in temporally separated, formal acts of religious worship. This is the duality that rends the truly committed modern Christian daily: on the one hand, his faith in Jesus Christ, and on the other hand, the absence of God in his daily life.

Modern man, therefore, seeks in a more desperate way than ever before for a spirituality which will make actual the lived unity of his human existence in faith. He wishes to escape from a painful dualism, a kind of spiritual schizophrenia, which tends to make his relationship with God a flight from the world where

man lives. To unify man's existence in faith, contemporary Christian spirituality must find a way to approach God which does not require flight from the world. The problem of contemporary spirituality is the elaboration of spiritual vision and of spiritual techniques which will enable men to live the Christian life in an integrated service of God, of other men, and of the transformation of the world.

As contemporary Christians, priests face the same problem as do other Christians today of seeking for a way to unify their existence in faith, to integrate all the human experiences and actions of their everyday living into their priestly identity. The second Vatican Council addressed itself to this problem and it found the integrating factor of the priest's life, and therefore of his priestly spirituality, in the notion of PASTORAL LOVE.

Before turning to a brief discussion of the Council's treatment of pastoral love, it might be useful to consider for a moment the dynamic involved in the priest's integrating of his ongoing daily existence into his priestly identity.

Since the priest is a man drawn from the baptized People of God to be made through sacramental ordination a man who in the very depths of his being is to be a minister of Christ the Head, acting in the person of Christ to serve the People of God, there are two interrelated aspects which identify the priest and which, therefore, constitute his integrated priestly personality: (1) priestly existence, which penetrates to the very heart of the individual where he is made like to Christ in all his life and actions; (2) priestly service, his charismatic function, which is both a manifestation of priestly existence and an historical continuation of the mission of Christ.

Pastoral and apostolic service -- the ministry of the Word -- refer to the essential identity of the priest. It is his pastoral love

which identifies the priest and which indicates the presence within him of genuine priestly existence and priestly service. Pastoral love, then, is the integrating factor in priestly spirituality. It is progressive growth in pastoral love and pastoral service which is the progressively integrating and deepening characteristic of priestly identity.

Now, a man's identity is the self he discovers as giving meaning to his whole past, present, and future life. His identity is the self he totally commits himself to create until he dies by constantly and authentically living out all the consequences of this commitment. His personal identity, therefore, is the norm for discernment of all his choices and actions, by which he continually is creating and fulfilling this identity. A man's identity is not completed until he makes his final commitment to this identity in the moment of his own death. Priestly identity, then the ministry of the Word, discovered by an individual man in his awareness of a charism from the Spirit to which he responds with his whole life and which is sealed by the Church through the sacrament of orders. The priest must spend the rest of his life until death creating his priestly identity.

A man's existence, on the other hand, is the actual development of his identity here and now, in this time and place, still bound in by the particular limitations of the moment. Priestly existence, then, must always be shaped by the faithful effort to create one's priestly identity in the concrete circumstances of a man's actual existence here and now. The ongoing integration of a priest's life-- the lived unity of his existence in faith as a priest -- requires an ongoing dialectic of his priestly identity and his priestly existence.

Authentic, integrated priestly existence demands in a man a deep awareness of himself as priest identified with Christ in saving men -- freeing them to love. The pastoral orientation or

character does not derive from the work the priest does whether manifestly religious or secular -- but it derives from the identity and existence which the priest lives. It is through his sensitivity to Christ, to other men, and to himself -- that is to say, it is only in the community of the Church -- that the priest is provided with the opportunity to gain the necessary awareness of himself in which he can experience his priestly identity.

Just as sensitivity to the pastoral dimensions of the needs of men enables the priest to respond to these needs in his service of men in community, so he is enabled by the same sensitivity to recognize and to respond to his own real existence here and now; and through this recognition and response the priest's identity, and his existence are integrated and his service is pastoral. Without this sensitivity, an individual is likely to pursue some ideal which may be at variance with his actual existence: either something very contrary to his priestly existence, or something so over-idealized that it is impossible of attainment.

Personal identity is created by everyone through action, relationship, and contemplation or reflection.

1) Action is a visible expression of one's values. It is a means of existing (standing out and asserting oneself) in the world. His own actions provide an individual with a concrete expression of his actual evaluations and values, his profound way of taking his existence.

2) However, an individual's actions are only clear to him in RELATIONSHIP. Through his relationships with others the individual has the opportunity to see his own evaluations mirrored back to him through the way in which people react to him. They tell him in their dealing with him in the most effective way what his actual values are.

3) Then, through CONTEMPLATION, the individual can become explicitly aware of his own values, of his own relationships with God and with other people, and of the ideal of his own personal identity -- the living Christ. Through this particular relationship with Christ in prayer, the individual finds himself and his values mirrored as well as his own personal existence here and now, of which he may not have been fully aware.

Through this mutual interaction of action, relationship, and contemplation, the priest is provided with the knowledge and motivation through which he can make decisions, channel his life and energies, and acquire the necessary instrumentality which a life of pastoral love demands. He can lead a life which is a lived unity of existence in faith as a priest, a life of authentic priestly spirituality.

Now, Vatican II precisely presents PASTORAL LOVE as the unifying factor in priestly spirituality. The Council points out that priestly holiness is through and for the apostolate. This means that the priest's specific spirituality involves the unification of his interior life with all his external actions. This unity cannot result from the mere external arrangement of ministries nor from the mere practice of religious exercises. It must involve the integration of his whole personal existence with his priestly identity through pastoral love.

The Council states that priests must imitate Christ in the fulfillment of their ministry, i.e., they must do the will of the Father who sends them, achieving unity in their own life by uniting themselves to Christ in acknowledgment of the Father's will. Christ forever remains the source and origin of the unity of life of priests. Through the total gift of themselves on behalf of the people committed to them, priests will find in the exercise of

pastoral love their priestly perfection and the integrated unity of their life and action.

To verify this unity of their lives in concrete situations, priests must subjects all their undertakings to the test of the will of the Father, i.e., all their projects must conform to the laws of the evangelical mission of the Church. The priest finds the unity of his own life in the very unity of the Church's mission. It is through his exercise of pastoral love as a servant of the Church that the priest is joined with Christ and through Christ to the Father in the Holy Spirit, and this is holiness.

During the remainder of this presentation, I shall attempt to apply more concretely to our lives as priests some of the implications of the recognition that pastoral love is the integrating factor in priestly spirituality, In so doing, it is important, once more, to recall that the heart of the activity of pastoral love is not so much one of performing specific kinds of work or service, as it is a particular attitude or sensitivity to the presence of God in individuals, in communities, and in the world, and an ability to make this presence known to them; it is to be the presence of Christ in the world, to be always and everywhere a sacrament of Christ.

Creating one's personal identity as a priest means the ongoing structuring of one's personal existence into this identity by integrating all of one's experiences both interior and exterior, into this identity. This integration is accomplished in the concrete by constantly responding to the demands of pastoral love here and now: always answering the challenge to live authentically as a priest in every actual situation of one's life. It is through continual FIDELITY, therefore, that a priest progressively structures his personal existence into a whole priestly personality, a man who can discern almost intuitively in the ambiguous situations of daily

life how he should choose to act here and now as a priest. Through this creative fidelity and this progressive structuring of his spirit within his priestly identity, a priest will finally arrive at the kind of instinctive living out of his vocation reflected in the ancient Christian tradition of the Gifts of the Holy Spirit.

Perhaps the most useful model for grasping this progressive structuring of the human spirit is to imagine human consciousness as an ever-expanding sphere, within which there are concentric spheres at varying degrees of distance from the center of attention where one is immediately focusing his awareness .

The structure of human consciousness is the structure of continual death and resurrection. The only "I" that I am is the self of the present moment, summing up all my past history, which I carry with me in my ever expanding consciousness, straining towards my future self-actualization. But each present moment of self-consciousness slips into my past even as I try to focus upon it -- it dies and immediately rises again into a new moment of expanded self-awareness.

Now, the point is that depending upon the relative distance from my center of immediate attention of all my past lived experience -- my past choices, my past fidelity and infidelity, my experience of God and of response to the challenges of pastoral love -- I am more or less clearly or vaguely aware or unaware of these experiences, of God and of my. Response at the present moment. For example, while concentrating on this presentation, all sorts of things are going on within my awareness: some fairly clear, some rather vague, some causes of joy, some of anxiety.

What is clear to me, what is real to me, what is within the concentric spheres of consciousness close to my center of attention, and what is determining the shape of my way of taking existence in the world here and now, therefore, is the result of all

the choices that have gone before. I have structured my present existence by all my fidelity or infidelity in my past to my priestly identity.

It is through going over one's past history still present within him that one clarifies his growth in the Spirit, his growth in integrating his whole personality in pastoral love -- and that one preserves continuity across the most divergent phases of his spiritual life as a priest.

Growth in wholeness of personality, progress in the ever increasing integration of priestly existence and priestly identity through faithful living out of the demands of pastoral love, then, is not some kind of pious ideal. It is simply the fulfillment of a psychological law in a person who truly faithfully seeks to discern each day how to create the personal identity which he has discovered to be his own and to which he has committed himself for life.

Now, it is the primordial experience of the discovery of a special charism of the Holy Spirit calling one to the priesthood which is the existential choice that determines the most profound orientation of the whole being of a man who becomes a priest and which, consequently, provides the norm of discernment for all of his subsequent choices. In this primordial experience there is an awareness of profound peace in total openness to whatever consequences will follow upon commitment to creating priestly identity, of complete surrender to whatever enforceable calls of the spirit will be heard in the future, in responding to the demands of pastoral love, of absolute readiness to follow Christ wherever he goes. It is as if a man said, "I have no idea where you will lead me as a priest, but I am ready for anything, and in this is my peace, my fulfillment, and my completion". The more faithful a man is in carrying out the consciousness of his priestly commitment every day and in every choice, the more he will

grow in the ability to discern the authentic choices he should make.

To accomplish this discernment successfully, especially in ambiguous situations, requires the comparison of experience with experience, that is to say, it supposes that one carries within one's consciousness the permanent touchstone of profound interior peace. The validity of a present choice among possible alternatives is conformed by comparing one's interior experience of peace, tranquillity, and "rightness" with the peace and tranquillity enjoyed in his primordial experience of openness and surrender to the charism of the Holy Spirit. To succeed in such discernment, therefore, requires the continual renewal in prayer of one's primordial experience of his priestly charism.This provides a priest with the permanent touchstone to determine the authentic choices to make in living out pastoral love.

Man is a relational being.He grows in his personality, he creates his personal identity by progressively integrating all the relationships of his life around the core of self-hood formed by his basic self-commitment. This relational integration determines whether a choice is one of fidelity or of indelity for him. A choice which in itself might be good for one person, such as my married brother, because it would be integratable into his personal identity, might be bad for a priest, because it is unintegratable into priestly identity. What might be a positive step towards completion in one person, could be a distortion of the relational integration of another person. What must be discerned by a priest is whether a given choice is integratable into his priestly identity, and among various alternative choices which one seems most clearly to be the true response to the demands of pastoral love here and now.

Now, growth in priestly identity is growth in the relational integration of a priest's personality, the ever-greater structuring

of his priestly identity within all the concentric spheres of his ever expanding self-awareness. Gradually, the awareness of the presence and power of the Holy Spirit and of total responsiveness to the demands of pastoral love becomes more and more constant and clear, although it is not the focus of immediate attention.

This stage of growth is what is meant by the experience of "finding God in all things".God becomes a climate within which one always lives, a pervading atmosphere within which one always acts, the constant horizon against which one always sees everything. And one can turn his focus of attention to God at will. Through growth in the Spirit (not overnight, but through ongoing fidelity to prayer and to response to the discerned demands of pastoral love at all times), the priest is gradually led to full consciousness of the presence and power of the Holy Spirit within him. It is this consciousness which is described in the ancient Christian tradition of the Gifts of the Holy Spirit.

Finally, it seems well to recall -- perhaps especially so today, when we are surrounded by much rather glorified personalism and rather romantic desires for self-fulfillment that as priests we are called to follow a crucified Lord, and this we can do only if Jesus Christ is our great personal love. The vocation to follow Christ as a priest is the result of a faith- experience of Christ such that it simply impels us to give all our life and energies to sharing this experience with others ... following Jesus in his life of pastoral love in carrying out his mission from the Father.

We can fulfill the demands of this vocation only if we are moved by an all pervasive love of Jesus. This is the secret-- the ONLY one -- of finding peace and joy and fulfillment in the life of a priest who takes up his cross daily to follow Christ.

Now, love seeks communion; it strives for ever greater union with the beloved.The lover's greatest desire is to be with the

beloved WHEREVER he goes. The lover of Jesus wishes to be with Christ WHEREVER he goes-- even when he climbs Calvary. It is our love of Christ that will enable us to follow him -- even when we face labor, pain, the cross, and death, as all of us will, because we know that, in his love for us, Jesus goes with us wherever we go in following him as priests.

The great and Holy Lutheran Dietrich Bonhoeffer, who was martyred by Hitler, described Jesus as the "man for others". By giving over our lives to follow Christ as priests of his Church we have made ourselves "men for others", who give away our lives in love to all other men. When this vocation leads us to labor and pain and cross and death, we must fix our eyes upon the beloved -- upon Christ on the Cross, and hear him ask:

"Do you really want to be with me?"

Look long at him hanging there out of love for all mankind -- scourged, nailed, lifted up to ridicule --

Look long ...

Do you REALLY want to be with me?"

And because of our great love of Jesus we priests will find that we answer:

"Lord, I do not look at the nails, the wounds, the agony, the dying ... "

"I Look only at you."

"Lord, I just want to be with you."

Is Tribal Identity Without Land Possible?

Fr. R. W. Timm, csc

Introduction

Tribal identity was the subject matter of heated debate during the United Nations Year of the Indigenous People in 1993. Although everyone else in Bangladesh instinctively knows what a tribal is from personal contacts, reading or watching entertainment on TV, government did not seem to be able to see any difference between tribals and Bengalis. It did not celebrate the UN Year of the Indigenous People because it said that Bangladesh has no indigenous people. Former Social Welfare Minister, Dr. Mizanur Rahman Shelley, wrote in his book on the Chittagong Hill Tracts (The Untold Story) that there are no indigenous people in the CHT because they came from Burma in the 15th century. The Bangladesh Ambassador to the Human Rights Commission in Geneva, Muphley Osmani, went so far as to say that in Bangladesh "we are all one race, a mixed race." Any anthropologist could have told both of them that theirs were absurd statements.

By naming Indigenous People as the subject of the UN Year in 1993 the UN sowed widespread confusion. The UN did this because in the West the term "tribal" is considered to be a colonial word, expressing inferiority. But in Bangladesh the term "indigenous" raises a big problem, since the Bengalis can equally claim to be indigenous. Their language and culture developed in the present territories of Bangladesh and West Bengal and were not the language and culture of foreign invaders.

In Convention 107 of the ILO (International Labor Organization) on ancestral land rights, the title mentions

indigenous people, tribals and semi-tribals. Its update (Convention 169), while not keeping tribals and semi-tribals in the title, gives a good definition of "indigenous people": "Peoples........ are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of the conquest or colonization or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural, and political institutions." Both parts of this definition apply clearly to the tribals of Bangladesh: the political element and the social element. It is to be noted that indigenous peoples are not defined as "original inhabitants."

A Draft "Universal Declaration on the Rights of Indigenous People" was approved by the 300-member UN Working Committee already in 1992 but it has still not been approved by the General Assembly. Because it includes all the rights and privileges of the ILO Convention. many countries are opposed to it. The Draft Declaration recognizes the rights of tribals: 1) to own, control and use lands which they have traditionally occupied or used; 2) to get just compensation for lands which have been occupied or taken away from them without their consent (compensation is to be in the form of lands of equality quantity and quality); 3) to security against forcible removal from their lands and being placed in special centers for military purposes, unless they agree to a fair compensation and they have an option to return to their lands. Even though Bangladesh ratified ILO Convention 107 on the ancestral land rights of tribals, it has acted as if it had denied completely any obligations under the Convention.

Tribal Identity

What is a tribe? The Encyclopedia Britannica, 15th edition, says that it is "a group of people speaking a common language,

observing uniform rules of social organization and working together for common purposes such as trade, agriculture or warfare." Other typical characteristics of tribes are: "a common name, a contiguous territory, a relatively uniform culture or way of life and a tradition of common descent." The modern trend is to identify a tribe as a group which bears a distinctive culture, at least in the absence of territorial states.

Another characteristic of tribes, at least in the recent past, was that exclusive control of lands is vested in the tribal community, except for cultural, geographical and historical variations. For example, there was an effort on the part of England to preserve lands for the tribals in India, resulting in the fact that Garo lands are now under individual ownership. The historical protection given by England in the Chittagong Hill Tracts (CHT) has now been lost. However, and government claims ownership of all land in the hills except that which the state allots to tribals or Bengalis individually. Even in Europe there were still seen some remnants of tribal ownership in the open-field system ("commons" in England); land enclosure occurred only in modern times. The legal emphasis is now definitely on security of individual titles to land. In the Bangladesh countryside land is still the most important title to wealth.

Identity Without Land?

Historically, only in two circumstances have tribal people been able to keep their own identity: 1) when they live together in the same area in large numbers, even though not completely continuous, and have to move to the cities for survival. 2) When their numbers are great and their development level is sufficient for them to have political influence and power.

1. The first situation - of having relatively large amounts of land - is still found among the Garos and the tribals of the CHT,

though Bengalis are rapidly acquiring their land in various ways, especially in the CHT, where tribals have lost all their rights to common ownership. Some small tribal groups have already lost their cultural identity because they have lost their land almost completely and have been swallowed by the larger community as a result of having to move here and there in search of a livelihood.

In some countries, such as the USA, tribal groups have been put on reservations by government. Such areas, about 200 in number in the USA, are twice as big as the whole of Bangladesh. The tribes can maintain their identity but usually at the expense of remaining far behind the nation in education and economic progress. If it were not for tourism and the discovery of mineral resources on their lands, they would be living in great poverty.

2. When tribal numbers are great and through widespread education they have attained political influence and power, tribals have even been able to establish states of their own. Meghalaya and Mizoland are good examples. Mizoland is not as developed as Meghalaya but has a much larger percentage of tribals. In Meghalaya the tribals have been threatened by Bengalis from the plains and restrictions had to be placed on their migration to Shillong. Because they are tribal states they have been able to keep their tribal culture: their dress (the women, at least), their language, their music (though they have adapted to the Western guitar), their tribal celebrations and customs, their rules of behavior.

There is a third stage of identity. It is a transitional stage from cultural identity to integration or cultural submergence in the majority community. Tribals have had to come to the cities to seek higher education and employment, especially in the garment industry, beauty parlors and domestic work for the women, and many professions for the men, especially teacher, lawyer, office

clerk, accountant, and day laborer. These city tribals become completely Bengali in one generation: in their language, music, dress, art, and poetry. Some may also intermarry with Bengalis. Their only connection with their cultural roots is an occasional return to Mandi Desh. It may be as newly-bengalisized tribals, who go home and immediately change back to being fully a village tribal. The other possibility is that the newly-bengalisized tribals who go home may try to show their new-found superiority by acting as sahebs or memsahebs, fully cut off from their cultural roots.

Final Stage in Identity

Even for those who become integrated with Bengali culture, however, there is still a possibility of preserving a limited cultural identity not based on land. Even though Bengali Christians are a much smaller minority than tribals, they have been able to preserve their identity and religious element of their culture for several centuries. Preserving one's tribal identity is perhaps much easier. It is possible mainly because most of the tribal races are different - Mongoloid rather than Caucasoid. The facial features are different and therefore a tribal can be easily distinguished (whereas a Bengali Christian cannot be). This causes tribal to seek out one another's company - for mutual support. consolation, solidarity, fellow feeling. Associations can be particularly helpful for this purpose, especially cultural associations.

In many Western countries the people have lost their tribal or national identities centuries ago, yet they revive their ancient culture for special occasions. Every year in Holland, Michigan, when the tulips bloom, all the people of Dutch origin wear the old style clothes and wooden shoes, sing the old songs and dance the old dances. It reminds them of their identity even after they have become completely integrated in the "melting pot" of

American culture. Another good example would be the celebration of Wangala festival by the Mandis each year. If it is attractive, it will draw the attention of the Bengali community and get in the media - the newspapers and magazines and will be seen on TV. Seeing such attractive tribal programs will cause Bengalis to demand that tribal identity and culture not be lost, since it greatly enriches the national harmony in diversity, of which Bangladesh for a short time was justly proud.

BOOK REVIEW
'The Catechism of the Catholic Church' "At the Service of Spiritual Life." (Importance of Religious Instruction).

A) What kind of service.

1. We received a gift from the Church, and therefore we have the task to make good use of it. This is what the Catholic Church wants us to believe.

2. The Catechism is a valid instrument for the ecclesial communion, and for a sound teaching of our faith.(Mk. 4:13-20).

3. "Teacher, where do you stay? Come and see."(Jn. 1:38). The truths we learn are about God (the Father), through the person of Jesus, and the service of the Church.

* First great contribution: The Christian faith presented in the totality of the contents of the faith.

- The area of the *threshold* (fundamental theology): mind, revelation, faith; the history of salvation; sources (Scripture and living Tradition).

- God and man (Trinity, creation).

God and man in the incarnated Christ, dead and risen: @ in the Church (Mary). @ Through the signs of grace (Sacraments).

- Man and God in Christ. @ the new man (sin and grace). @ the moral life (good and evil).

- Man talks to God in Christ (prayer).

- Man with Christ toward God forever (eschatology).

* Second great contribution: The Christian faith is presented according to a hierarchical and dynamic order (Creed, Celebration, Life, Prayer).

a) From the particulars to the totality: the 'divine economy'; from the abstract to the reality: the 'salvation history'.

Faith is to recognize and accept a project that is realized in history, a divine economy(236, 1066).

b) From the historical plan (economy) to the theological plan: The mystery of the Trinity (236, 258). In the project of salvation the Holy Trinity is at work, in the act of faith (150-152), in the work of creation (290-292), in the mystery of Christ & resurrection (648-650), in the mystery of the Church (781-810), in the liturgy (1077-1112), in the prayer (2663-2672).

The Mystery of the Holy Trinity is at the center of our faith and of Christian life, and the source of all the other mysteries of our faith, the light that enlightens all.

c) From the periphery to the center: the Mystery of Christ.

"At the center of all Catechesis is Christ": this is the explicit statement of the CCC (426-427), and this according to the old and new theology and catechesis. Everything is understood through the revelation of Christ.

d) The relationship between God and man. This is an important feature of the CCC: the talk about God is in relation to man, and the talk about man it is always at the presence of God. God and man search for each other(27-30). This is especially clear with Christ Jesus, not so clear in other situations, God begins and proposes, man searches and answers.

e) Creation and Revelation, the double moment of the only Word of God. In the CCC, the event of Creation is given special salvific importance, it is called like "the foundation of God's salvific projects" and the beginning of the history of salvation" (280), the first act of the Christian grace.

f) The person and the community: "I believe, we believe" (55, 57). There is a difficult dynamism, between the individual

Christian and the Church. *"Nobody can believe as a single person, like nobody can live alone"* (166). "I believe", actually is the faith professed by the Church and as persons by every believer. It is also the Church, our Mother, who answers God with her faith, and teaches us to say: "I believe", "we believe".(167).

We add here that the believer (subject) is always seen with in "his holy Catholic Church" who exercises a real (act) maternal function: she has composed the Catechism (2030-2040).

g) Unity and Pluralism: *the same faith in four acts (expressions).* What we said so far, allows us to underline the clear interdependence of the four parts of the Catechism.

- The Christian faith is fully expressed in the living dynamism of Proclamation (word of God), Celebration (liturgy), Life (witness) and Prayer (which are the four parts of the CCC). We need to tie (bind) them together so the Christians have a clear idea that they are part of the same belief. (In this way we can avoid the errors of biblicism, doctrinalism, rubricism, moralism...).

- We may *notice the beginning and the end of the CCC.* The CCC begins with the confession of faith in God as a Father who donates the new creation of the Universe (world), the CCC and all the history of salvation comes to a conclusion with the prayer of man to the Father, in the beautiful commentary of the Lord's Prayer.

h) Many languages for (a single) the Word. At the end we will not forget the outstanding profile of this Catechism, *in putting explicitly together 'old and new things' keeping in mind the documents of Vatican II.*

In the CCC, it is clear the use of different languages and sources: according to the doctrinal way, though in close relation with the Bible, the Tradition of the Church, the Magisterium, the memory of the saints. It reminds us also of the dynamism of the experience

of faith: *the experience clarifies and strengthen the doctrine* (313, 1011, 2449, 2658).

B) How to use the Catechism.

1. In the present situation of the Church, the CCC might be used as a means to verify, authenticity, integrity, and organization of the communication of ecclesial faith.

- the priest should make a personal, total, continuous reading. There should be also a consequential reflection and meditation.

- Encourage and give a chance to the Catechists and other pastoral workers to read it and study it.

- *Offer to those who are not 'practicing anymore'* to take the chance to know more.

2. The CCC in the Church becomes a point of reference in every stage of the communication of faith: oral, written, preaching, religious teaching. It will be useful during the catechizes of the adults (Catechists, and other pastoral workers).

- There are special themes like, creation, liturgical Mystery, the ten commandments in the developments of the recent teaching of the Church and prayer.

- We can also value the pedagogical importance of the formulae.

- Also value the multiplicity of quotations: the testimony of the Fathers, of the liturgy, of the saints.

3. The Priests, the Catechists and Pastoral workers need to transmit the principles of the faith, according to their own culture. They need to present the Christian faith in a language, through experiences and examples, that are easily understood by people.

4. Practical programs are necessary, Advent and Lent may be special moments for Catechesis. We should be able to have a

'systematic catechesis' for children, youth, adults during the liturgical year.

C) What do we propose for Bangladesh.

1. Prepare Catechists at all levels, they are the most important agents for catechesis (Priests, Sisters, Catechists, Teachers, Lay Young / Adult People).

2. Study the Catechism of the Catholic Church (Special courses).

3. Catechize the adults (men and women), young people, children.

4. Build Communities with a Christian vision (Small Christian Communities, Prayer Groups, Catechism Groups, Biblical Apostolate Groups).

5. We need a text for catechesis: the text needs also to be made more meaningful by the creativity of the Catechist (integration).We need also other Catechetical aids and books, according to the needs of those who are catechized.

6. People (adults) are met where they are, therefore we need to be in a state of 'Catechumenate' (especially for the Confirmation of the young people: *a two years' program)* following these categories: the Kingdom, the Covenant, the Discipleship (proclamation, listening, liturgical action, faith, prayer). The catechesis is always an on going process, and the Catechist is the most important 'agent'.

Rev. Fr. Pio Mattevi, sx

THE USHERERS OF HOPE

Christo-Mondolir Itihase Nari, a translation by Nicholas Biswas of the original book of Women In Church History (20 Stories for 20 Centuries) by JOANNE TURPIN.

Published by Jatiya Dharmiya Samajik Proshikkhdaon Kendro,Jessore 1995, Price Tk. 100.00; Pages 470.

Writing, Women In Church History, Joanne Turpin employs three parameters in selecting twenty most remembered saints of all times and of the peoples heart. Purity of the self, Moral vigor and the extent of their sacrifices are the qualities she goes for. With the profundity she gets down her feelings that well up in the heart and gets her thoughts across that course the mind, it makes the job quite challenging for any person putting them into Bangla, evading the trappings of transcripture. Nicholas Biswas has the makings of a penmanship that can call out to any cautious heart especially when the substance deals with a superior kind. Fr. Silvano Garello's appendage of the stories of a hundred and forty more pious ladies, significant events of their time and a list of all the Popes gives the book a diverting lift. Fr. Garello confesses in the epilogue that the glorious role of the Sisters in spreading the Lord's Words and advancing the women's' cause in Bangladesh has not found their proper places in history books as yet. As far as history goes women have suffered in marriage, at child-birth, in exile, in prolong illness, as widows and perished preserving chastity. The recent population census in China and India reveals a missing figure of 11 million female in the year of the girl child, when we thought we were prepared to realize and accept the feminine face of the human race. The sacrifice of Sister Mary Rani in India says it all, that women have not suffered enough. She became an eye-sore to the local land owners because she believed in educating the indigenous women in the ways of the world. Her work might have got lost on those handful of wolves who took her life and those faint of the hearts who did

not raise a finger but not on the tens of thousands of mourners who gathered at her funeral and shared her dream.

The book is so edifying that it transports one to a prelapsarian world. An ancient Arab myth bespoke of women as the epitome of hope. Fr. Garello is probably right when he says that when a woman prepares herself to make a home she looks forward not only to motherhood but also to make her child proud of the man she loves. With the birth of the child the "Thou" becomes the "We". The mother hence is able to adore the gift of God separately as well as staying in the marriage. This realization of the power of love, women have been endowed with, had been little in coming in the mediaeval days especially when it came to making choices for the love of God. There is little of the extraordinary about the way it happens now. These questions are still racking the mind of the people in Ireland or Poland, pick any country you like. Long before the descending years since Christ when civilization was monstrously young, men expected women to organize themselves around the first law of nature based on whoever was more fitting. Women fought in their nondescript, brooding ways against the pedestrian life they were talked and sometimes forced into. The unpleasant corridors of imaginations were blotted out and sensibilities carted away by an array of restrictive and macabre interpretations. The lives of the women told here lead us to face the blinding truth that God had no business genderizing the region of our mind. This book will let us spend a drowsy glow to look into the fool of a world we have made so far. Their searing experiences do not do a man proud and if nothing the book is worth skimming for because it gets radical of misoginists down in the dumps.

Women are our last line of defense against the proliferation of nukes, drugs and crimes. We have failed where we left them behind. In Belfast, Jerusalem, Sarajevo or lately in Grozny women have been on the streets and they will be there irrespective of our

will as long as peace and trust do not return from where they had been banished. Being a person outside of the creed I understand that it is paramount to try to know what really ticks people off because only then can we differ without hurting each other. As the Economist puts it in its survey of Islam, "the distance between them would diminish and the risk of misunderstanding be less if Islam and the West no longer regarded each other as respectively amoral and fanatic". The paths of different hues of people that make this world so rich and diverse have often wandered far apart, often crossed bloodily and only through better understanding can we mend our age-old prejudices. The men who think women are too ambivalent by nature to be able to make a difference in the ways men have moulded their world-view, should remember that women are better equipped to judge in a world which is becoming more stressful and men, as the pastoral Bedouins would say, are getting lost. There are some thoughts so live and uncompromising that one has to read them to love them. The work of Nicholas Biswas has certainly be unputdownable for anybody who thinks he or she can make an incredible use of inspiration. It is a titanic job done so to speak for a person as young as he. He is known to me for a couple of years now and I have seen him taking bigger and bigger challenges in the face. I think the book alone will stand in its own light among the few big time translations that have been in Church history in Bangla. What it tells to the reader is that how little work has been put through in discovering the stories of unsung missionaries from the most outlying parts of this vast pasture. 'Nic' as he is warmly called by his confidantes, who has an intense interest in Gender and Development has timely brought this book out when the low morale of women are going hard with our every day life especially the spiritual one. Only in this region of the mind can we fairly start from where the first man and woman had in an equal world.

Mr. Shakib Ahsan

DARIDRO BIMOCHON

Daridro Bimochon (Poverty Alleviation), Edited and Published by Christian Communities Programme, Dhaka 1996; Pages 68.

The Christian Communities Programme has taken a praiseworthy initiative in publishing the booklet **Daridro Bimochon** which means "poverty alleviation". This booklet contains 14 small reflective articles by 14 different persons. The articles mostly dwell not so much with scientific data but with human feelings. One may feel good in reading them because they are short and direct in what they intend to say. Though most of the writers clearly stated their views, they are evidently limited in a specific area, and hence there are many related issues not clarified and questions not answered. This fact has been recognized in a way in the introduction by Bro. John Rozario, C.S.C.

The articles have been divided into two parts. In the first part are the articles on socio-anthropological aspects of poverty and poverty alleviation. And in the second part are the articles on the Christian views of poverty. Poverty is understood not only as a lack of material goods, but also in terms of spiritual decadence.

The writers in their articles has tried to define and sketch out poverty and its evil effects in the human persons and in society. Most of them have expressed their strong conviction that poverty is 'man made' and a curse against humanity. God has provided man with every thing that he would need. The resources of this world are free gifts of God for each and every man and woman. The earth still has enough material resources to meet the necessity of all the people, but it does not have enough to satisfy the greed of a few. In fact, because a few rich people possess material resources more than they need, the others have a little or nothing

left for them. Material poverty in the society is a symptom of spiritual poverty which means lack of justice and charity.

In this situation the Church has a role to play. First of all Church's role should be to heal the wounds of individual and of society which were incurred by the hardness of heart. While she makes every effort to give assistance to those who are materially poor for their development, she always strives to bring about a total human development. This development is that of all men and women and of whole man. This is never possible without the growth in spiritual and moral values. It can be hoped that this booklet will give some directions towards that.

- Fr. Gervas Rozario.